একাদশ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

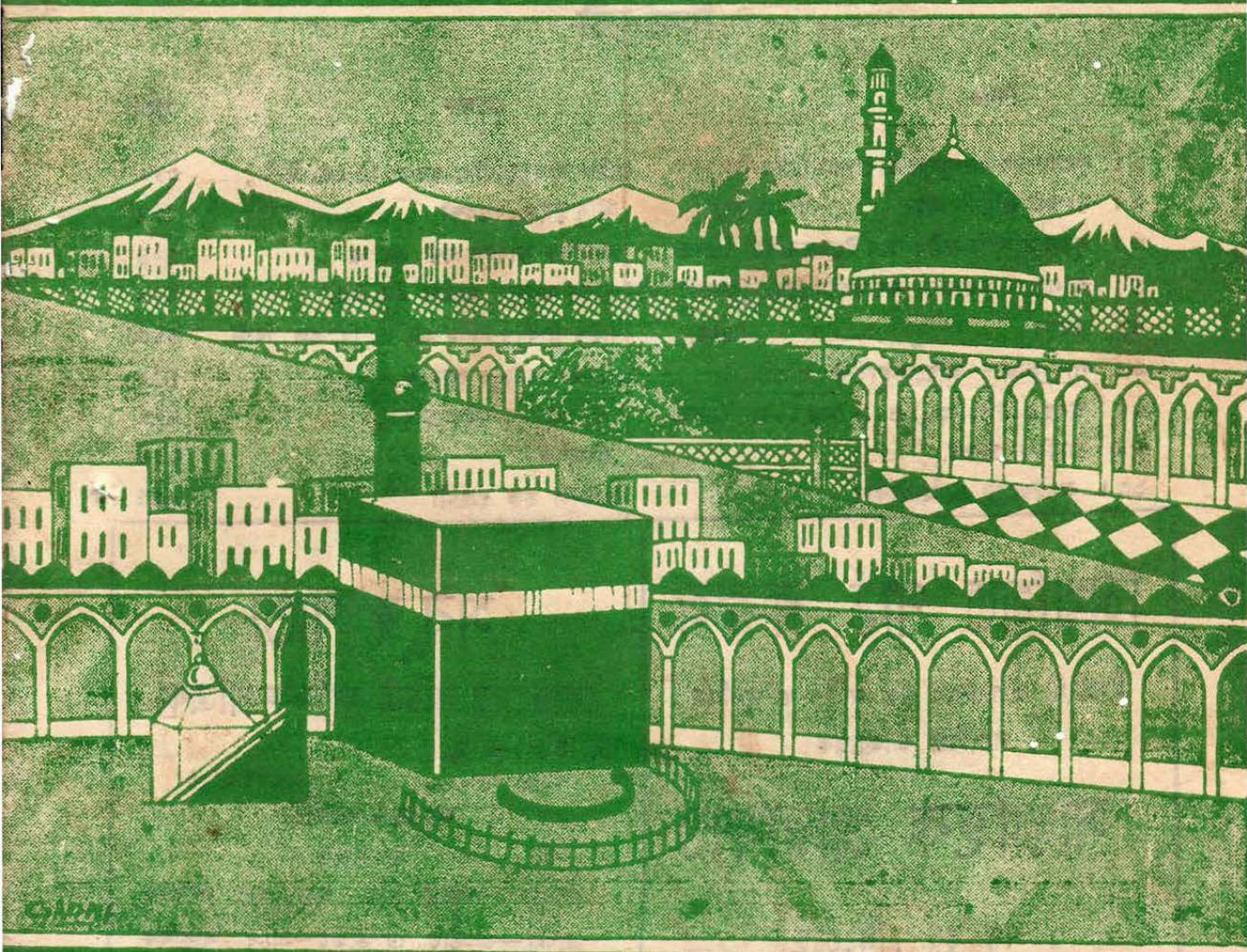

শাইখ আবদুর রহীম এম এ, বি এল, বি টি

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

একাদশ বর্ষ—নবম সংখ্যা

ফাল্গুন-চৈত্র—১৩৭০ বাং | মার্চ—১৯৬৪ ইং

শওয়াল-যুল্‌কা'দা—১৩৮৩ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআনের বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা (তফসীর)	শাইখ আবদুর্‌রহীম, এম-এ, বি-এল, বি-টি ;	৩৮৯
২।	মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা (হাদীস)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৩৯৭
৩।	নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির পথে ইন্দোনেশিয়া (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক আবদুল গণী এম, এ	৪০৪
৪।	আলহাজ মওলানা বশীরুদ্দীন (রহঃ) [জীবনী]	মোহাম্মদ আবদুছ্‌ ছামাদ এম, এম,	৪০৬
৫।	যিক্‌র (প্রবন্ধ)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৪১৩
৬।	পাক-ভারতে আহলে-হাদীস প্রতিষ্ঠান	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	৪২১
৭।	হযরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা (প্রবন্ধ)	আবদুন্ নঈম চৌধুরী	৪২৫
৮।	সাময়িক প্রসংগ	সম্পাদক	৪৩৩
১৩।	জমঈয়তের প্রাপ্তি-স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৩৫

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭ম বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষাম্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা- ২

সবুজ পাতা

ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্রিকা

চাঁদা—
বছরে ৪'০০ ছমাসে ২'২৫

শাহেদ আলী

সম্পাদিত

পাতায় পাতায় ছবি, ছড়া, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ,—জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা।

আপনার ছেলেমেয়েদেরকে

গ্রাহক করে দিন

সবুজ পাতা

৬৭, পুরানা পল্টন, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

একাদশ বর্ষ	মার্চ, ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ, শওয়াল-যিলকা'দ ১৩৮৩ হিঃ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭০ বংগাব্দ	নবম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযীআলাউদ্দান রোড, রমনা ঢাকা

শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি এল বি, টি, ফারিগ-দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

٢١٩ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسئلونك

২১৯। [হে রাসূল,] আপনাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে মদ [পান] ও জুয়া-খেলা সম্বন্ধে। আপনি বলিয়া দিন, "ঐ দুইটিরই মধ্যে ভীষণ পাপ রহিয়াছে এবং লোকদের জন্য উপকারও রহিয়াছে। তবে, উহাদের উপকারের তুলনায় উহাদের পাপ অধিকতর ভীষণ।"

আরও, আপনাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين

الله لكم الايت لعلكم تتفكرون .

তাহারা নেক কাজে কী পরিমাণ ব্যয় করিবে। আপনি বলিয়া দিন, "প্রয়োজনের অতিরিক্ত,—যাহা কিছু জুটে।"

আল্লাহ নিদর্শনগুলিকে তোমাদের সামনে এই ভাবে বিশদরূপে বর্ণনা করেন, যাহাতে তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিতে পার—

٢٢٠ فى الدنيا والاخرة ويسئلونك

عن اليتمى قل اصلاح لهم خير وان

تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد

من المصلح ولوشاء الله لاعنتكم ان

الله عزيز حكيم .

২২০।—দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে। আবার, লোকে য়াতীমদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, "তাহাদের [ধন-সম্পদ ইত্যাদির] জন্য সুব্যবস্থা করা [তাহাদের পক্ষে] মঙ্গলকর। অনন্তর, [ইহা লক্ষ্য রাখিয়া] তোমরা যদি [কার-কারবার, আহার-বাস ইত্যাদি ব্যাপারে] একত্র মিলিয়া মিশিয়া চল তবে [তাহাতে কোন অপরাধ হইবে না; কারণ,] তাহারা তো তোমাদেরই ভাই। আর, আল্লাহ জানেন, কোন্ ব্যক্তি [য়াতীমের মাল] নষ্টকারী এবং কোন্ ব্যক্তি [উহার] সুব্যবস্থাকারী।

আরও আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন, তবে তিনি [য়াতীমের মাল সম্পর্কে তন্ন তন্ন হিসাব রাখিতে বলিয়া] তোমাদিগকে কষ্ট-সাধ্য কাজের আদেশ করিতে পারিতেন। [কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ,] ইহা নিশ্চিত যে, তিনি প্রবল-প্রতাপ [হইবার সঙ্গে সঙ্গে] সুবিবেচকও [বটেন]।

٢٢١ ولاتنكحوا المشركت حتى

يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة

ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين

২২১। শির্ককারিণী নারীগণ যে পর্যন্ত ঈমান না আনে সে পর্যন্ত তাহাদেরে তোমরা বিবাহ করিও না। কারণ, কোন শির্ককারিণী [স্বাধীনা স্ত্রীলোক] যদি তোমাদেরে মুগ্ধও করে তবুও তাহার চেয়ে একজন ঈমানদার বাঁদী নিশ্চিত ভাবে উৎকৃষ্ট। এবং মুশরিক পুরুষগণ যে পর্যন্ত

www.ahlehadeethbd.org

حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من
مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون
الى النار والله يدعوا الى الجنة والمغفرة
باذنه ويبين اياته للناس لعلهم
يتذكرون .

٢٢٢ ويسئلونك عن المحيض قل
هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن
فاتوهن من حيث امركم الله ان الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين .

ঈমান না আনে সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদিগকে [ঈমানদার স্ত্রীলোকদের সহিত] বিবাহ করাইও না। কারণ, কোন মুশরিক [স্বাধীন পুরুষ] যদি তোমাদের মনঃপুতও হয় তবুও তাহার চেয়ে একজন ঈমানদার গোলাম নিশ্চিতভাবে উৎকৃষ্ট। ২২৮ উহারা জাহান্নামের আগুনের দিকে আহ্বান করে। পক্ষান্তরে, আল্লাহ স্বেচ্ছায় জান্নাত ও ক্ষমা লাভের দিকে আহ্বান করেন। আর লোকে যাহাতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে সেইজন্য আল্লাহ নিজ আয়াতগুলি লোকের সামনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।

২২২। আবার [হে রাসূল] লোকে আপনাকে [স্ত্রীলোকের] ঋতু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলিয়া দিন, "উহা এক প্রকার যাতনা। অতএব স্ত্রীলোকদের ঋতুকালে তোমরা তাহাদের হইতে সরিয়া থাক; এবং তাহারা যে পর্যন্ত পবিত্র না হয় সে পর্যন্ত তোমরা তাহাদের নিকটবর্তী হইও না। ২২৯ অনন্তর, তাহারা যখন উত্তমরূপে পবিত্র হয় তখন—আল্লাহ তোমাদিগকে যে ভাবে [তাহাদের নিকটে আগমন করিতে] আদেশ করিয়াছেন সেইভাবে তোমরা তাহাদের নিকটে আগমন করিও। ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার দিকে বারংবার প্রত্যাবর্তনকারীদিগকে আল্লাহ ভালবাসেন এবং যথাযথভাবে পবিত্রতা পালনকারীদিগকেও তিনি ভালবাসেন।

২২৮। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে যে, মুসলিমের পক্ষে য়াহুদী ও খৃষ্টান স্ত্রীলোককে বিবাহ করা কি হারাম হইবে? কারণ, কুর্আন মজীদে বলা হইয়াছে যে, য়াহুদীগণ 'উযাইর্ আঃ-কে আল্লার পুত্র বলিয়া থাকে এবং খৃষ্টানগণ মসীহ আঃ-কে আল্লার পুত্র বলিয়া থাকে। ইহা হইতে এবং কুরআন মজীদের আরও কয়েকটি আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, য়াহুদী ও খৃষ্টানগণ মুশরিক পর্যায়ভুক্ত। কাজেই মুসলিমের পক্ষে য়াহুদী বা খৃষ্টান স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম হইবে।

পক্ষান্তরে, সূরা আল্ মায়িদার পঞ্চম আয়াতে বলা হইয়াছে, "তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকগণকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল।"

পরস্পর বিরোধী এই উক্তিদ্বয়ের সমাধান ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ দেখা যায়। বিশুদ্ধ মত এই যে, য়াহুদী ও খৃষ্টান স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাহারা মুশরিকা তাহাদিগকে বিবাহ করা মুসলিমের পক্ষে হারাম হইবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা মুশরিকা নয় অথবা শিরক পরিত্যাগ করিয়া আল্লার তাওহীদে বিশ্বাসিনী হয় তাহারা তাহাদের য়াহুদী বা খৃষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ না করিলেও তাহাদিগকে বিবাহ করা মুসলিমের পক্ষে হালাল হইবে।

২২৯। স্ত্রীলোকদের ঋতুকালে তাহাদের স্বামীদের পক্ষে তাহাদের হইতে সরিয়া থাকা এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٢٣ نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم انى شئتم وقدموا لانفسكم
واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر
المؤمنين .

٢٢٤ ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس
والله سميع عليم .

২২৩। তোমাদের স্ত্রীলোকেরা তোমাদের জন্য কর্ষণ-ক্ষেত্রবিশেষ। অতএব, তোমরা যে ভাবে ইচ্ছা কর সেই ভাবে নিজ নিজ কর্ষণ-ক্ষেত্রে আগমন কর এবং নিজেদের মঙ্গলের জন্য পূর্বাহ্নে সৎ কাজ করিয়া রাখ। আর আল্লাকে সমীহ করিয়া চল এবং জানিয়া রাখ যে, তোমাদিগকে নিশ্চয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারী হইতে হইবে। আর [হে রাসূল,] আপনি মু'মিনদিগকে [উত্তম প্রতিদানের] শুভ সংবাদ পৌঁছান।

২২৪। সৎ কাজ সম্পাদন ব্যাপারে, অন্যায় হইতে বিরত থাকা ব্যাপারে এবং লোকদের মধ্যকার বিরোধ-নিষ্পত্তি ব্যাপারে তোমরা আল্লাকে তোমাদের কসমের নিমিত্ত বানাইয়া প্রতিবন্ধক দাঁড় করিও না। ২০০ আর আল্লাহ অত্যন্ত শ্রবণকারী সম্যক পরিজ্ঞাত।

তাহাদের নিকটবর্তী না হওয়ার তাৎপর্য রাসূলুল্লাহ সঃ পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিয়াছেন। সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে আনাস রাঃ-র যবানী বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, এই আয়াতটি নাযিল হইলে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "স্ত্রীলোকদের ঋতুকালে তোমরা তাহাদের সহিত মিলিত হওয়া ছাড়া আর সকল আচরণ করিতে থাকিবে।"

২০০। আয়াতটির তাৎপর্য এই :
তোমরা কোনও নেক কাজের উল্লেখ করিয়া ঐ কাজটি করিবে না বলিয়া কসম করিও না। সেইরূপ শারী'আত-গর্হিত কোন কাজের উল্লেখ করিয়া ঐ কাজটি বর্জন করিবে না বলিয়াও কসম করিও না। আবার লোকদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিয়া থাকিলে তাহা মিটমাট করিয়া দিবে না বলিয়াও কসম করিও না। অনন্তর তোমরা যদি ঐ প্রকার কোন কসম করিয়া বস এবং তাহার পরে লোকে যদি তোমাদেরে ঐ নেক কাজটি করিতে বলে, অথবা ঐ শারী'আত-গর্হিত কাজটি হইতে তোমাদেরে বিরত থাকিতে বলে, অথবা ঐ বিবাদ-বিসংবাদ মিটমাট করিয়া দিতে অনুরোধ করে তবে তোমরা তোমাদের ঐ কসমের অজুহাত দেখাইয়া এ কথা বলিও না যে, "আমি যে ব্যাপারে আল্লার নামে কসম করিয়াছি তাহার বিপরীত যদি করি তাহা হইলে আল্লার নামের অবমাননা করা হয়। কাজেই আমি উহা করিতে পারিব না।"

ঐ অবস্থায় মু'মিন মুসলিমকে কী আচরণ করিতে হইবে তাহা আবু হুরাইরা রাঃ-র যবানী সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "কোন মুসলিম কোন ব্যাপার সম্পর্কে কসম করিবার পরে সে যদি কসম পালনের চেয়ে কসমের বিপরীত কার্যকে শারী'আত মতে উত্তম দেখে তবে তাহার কর্তব্য এই যে, সে কসম ভঙ্গ করিয়া কসমের বিপরীত কার্যটি সম্পাদন করিবে এবং ঐ কসম-ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা করিবে।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

٢٢٥ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ۝

২২৫। তোমাদের কসমগুলির মধ্যে নিরর্থক, বাজে—লাগ্‌ও কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে ধর-পাকড় করিবেন না ; —বরং কসম ব্যাপারে তোমাদের অন্তর যাহা কিছু আহরণ করে তাহার জন্য তিনি তোমাদেরে ধর-পাকড় করিবেন। [এবং তাহার হিসাব লইবেন।] [২৩১] আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত ধীর স্থির।

২৩১ কসম প্রথমতঃ দুই প্রকার—'লাগ্‌ও' কসম ও 'গাইর-লাগ্‌ও কসম'। যে কসমের সহিত মানসিক কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য সংযুক্ত না থাকে—কথার কথা হিসাবে যে কসম মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে তাহাকে 'লাগ্‌ও' কসম বলা হয়। ইহা নিরর্থক, বাজে উক্তির শামিল বলিয়া ইহার জন্য কসমকারীকে দায়ী করা হইবে না।

পক্ষান্তরে, যে কসমের সহিত মানসিক ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য জড়িত থাকে তাহার জন্য কসমকারীকে দায়ী করা হইবে। এই কসম আবার দুই প্রকার— (এক) অতীতের সহিত জড়িত ; (দুই) ভবিষ্যতের সহিত জড়িত।

অতীতে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, অথবা যে ঘটনা ঘটে নাই সে সম্বন্ধে যদি কসমযোগে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করা হয় তবে ঐ কসমকে 'গামূস' বা পাপে নিমজ্জিতকারী কসম বলা হয়। 'গামূস' কসমের গুনাহ তওবা ছাড়া মাফ হয় না—ইহার জন্য কোন কাফ্‌ফারা নাই। বর্তমান আয়াতটিতে 'লাগ্‌ও' ও 'গামূস' কসমদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

তারপর ভবিষ্যতের সহিত বিজড়িত কসমের কথা ;—যথা, 'অমুক কাজ করিব' ; অথবা 'অমুক কাজ করিব না' বলিয়া কসম করার কথা। এইরূপ কসমকে 'মুন্‌'আকিদা' কসম বলা হয়। এই প্রকার কসমের উল্লেখ সূরা আল্‌-মায়িদার ৮৯নং আয়াতে রহিয়াছে। ঐ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'মুন'আকিদা' কসমের উল্লেখ করিবার পরে উহার জন্য চারি প্রকার কাফ্‌ফারার বিধান দিয়াছেন। কাফ্‌ফারাগুলি এই ;

১। যাহার উপরে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইয়াছে তাহার অঞ্চলের মুমিন মুসলিমেরা সচরাচর যে প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইতে মধ্যম প্রকারের উত্তম খাদ্য দশ জন মিসকীনকে দান করিতে হইবে ; অথবা

২। দশ জন মিসকীনকে মধ্যম প্রকারের কাপড় দান করিতে হইবে ; অথবা

৩। এক জন গোলাম আযাদ করিতে হইবে। তারপর, এই তিনটির কোন একটিও করিতে অসমর্থ হইলে

৪। তিন দিন রোযা রাখিতে হইবে।

তারপর, খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ কাপড়ের সংখ্যা, গোলামের প্রকার এবং রোযা রাখার শর্ত ও নিয়ম সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রহিয়াছে।

খাদ্য দান—এ সম্পর্কে সহীহ মত এই যে, কাফ্‌ফারা দান কারীর এলাকায় প্রধান আহার্য হিসাবে যে খাদ্যশস্য ব্যবহৃত হয় সেই খাদ্যশস্য দশ জন মিসকীনের প্রত্যেককে বর্তমান ওযনের প্রায় তিন পোয়া হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। নিজেরা রান্না বান্না করিয়া দশ জন মিসকীনকে খাওয়াইলে অথবা খাদ্যশস্যের মূল্য পরিমাণ টাকা পয়সা দান করিলে কসমের কাফ্‌ফারা সহীহ হইবে না।

কাপড় দান—এ সম্বন্ধে ইমাম শাফি'ঈ-র মত এই যে, মিসকীন পুরুষ লোকই হউক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ٢٢٦

تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُو فَإِنَّ

اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٢٧

২২৬। যাহারা নিজেদের স্ত্রী সম্পর্কে সহবাস বর্জনের কসম করে তাহাদের পক্ষে ঐ অবস্থায় চারি মাস পর্যন্ত থাকিবার অধিকার রহিয়াছে। অনন্তর, তাহারা যদি ঐ অবস্থা হইতে ফিরিয়া আসে, তবে ইহা নিশ্চিত যে, [তাহাদের প্রতি] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাকারী, অত্যন্ত দয়াবান। ২৩২

আর স্ত্রীলোকই হোক তাহাদের দশ জনের প্রত্যেককে একটি লুঙ্গি অথবা একটি চাদর অথবা একটি পিরান-জামা অথবা একটি পা-জামা অথবা একটি পাগড়ি দান করিলে কাফ্ফারা সহীহ হইবে। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ-ইব্ন-হাম্বলের মত এই যে, মিসকীন যদি পুরুষ লোক হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককে একটি করিয়া কাপড় দিলেই কাফ্ফারা আদায় হইয়া যাইবে ; কিন্তু মিসকীন যদি স্ত্রীলোক হয় তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেককে কমপক্ষে দুইটি করিয়া কাপড় না দিলে কসমের কাফ্ফারা সহীহ হইবে না। তাঁহাদের মতের ভিত্তি এই যে, কসমের কাফ্ফারাতে মিসকীনকে এমন পরিমাণ কাপড় দান করিতে হইবে যাহা পরিধান করিয়া তাহাদের নামায শুদ্ধ হইতে পারে।

গোলাম-আজাদ—এ সম্পর্কে ইমাম শাফি'ঈ'র মত এই যে, মুমিন গোলাম আযাদ করিলে এই কাফ্ফারা আদায় হইবে—অমুমিন গোলাম আযাদ করিলে কসমের কাফ্ফারা সহীহ হইবে না।

রোযা রাখা—এ সম্পর্কে শর্ত এই যে, কসম ভঙ্গকারী যদি দশ মিসকীনকে খাদ্য দানে, অথবা কাপড় দানে, অথবা এক জন গোলাম আযাদ করিতে অক্ষম হয় তবেই তাহার পক্ষে কসম-ভঙ্গের কাফ্ফারা হিসাবে তিন দিন রোযা রাখার অনুমতি রহিয়াছে। কাজেই কসম ভঙ্গকারী যদি কসমের ঐ তিন প্রকার কাফ্ফারার কোনও একটি সম্পাদনের ক্ষমতা রাখে তবে তাহার পক্ষে রোযাপালন কসমের কাফ্ফারা হিসাবে দুরুস্ত হইবে না।

তারপর খাদ্যদানের ক্ষমতা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ইমাম শাফি'ঈ বলেন যে, যাহার নিকটে তাহার নিজের ও তাহার পরিবারের লোকদের এক দিনের প্রয়োজনীয় খোরাক বাদে দশ জন মিসকীনকে দিবার মত খাদ্য অতিরিক্ত থাকে তাহার পক্ষে খাদ্য দান করা অবধারিত হইবে। আর ইমাম আবূহানিফার মত এই যে, যাহার নিকটে যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে তাহার পক্ষে খাদ্য দান অবধারিত হইবে। তারপর এই তিনটি রোযা উপর্যুপরি রাখাই বিশুদ্ধ মত।

২৩২। বাইহাকী হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইব্ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, ইসলাম-পূর্ব যুগে কোন কোন লোক নিজ স্ত্রীকে যাতনা দিবার অভিপ্রায়ে এক বৎসর, দুই বৎসর ধরিয়া বর্জন করিয়া থাকিবার কসম করিত। আল্লাহ তা'আলা উহা চারি মাসের জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। বুখারী হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ইব্ন 'উমর রাঃ বলেন, স্ত্রীকে চারি মাসের জন্য বর্জন করিবার কসম করিবার পরে চারি মাস উত্তীর্ণ হইলেও ঐ কসমকারী যদি ঐ স্ত্রীকে তালাক না দেয় তবে ঐ কসমকারীকে আটক রাখা হইবে ; এবং ঐ কসমকারী যে পর্যন্ত ঐ স্ত্রীকে তালাক না দিবে সে পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর প্রতি কোন তালাক ঘটিবে না।

www.ahlehadeethbd.org

٢٢٧ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝

২২৭। আর তাহারা যদি তালাক দিবার সঙ্কল্প করে তবে ইহা নিশ্চিত যে, আল্লাহ অত্যন্ত শ্রবণকারী, সম্যক পরিজ্ঞাত।[২৩২]

٢٢٨ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْۤ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ

২২৮। আর তালাক-দত্তা স্ত্রীলোকগণ নিজেরা তিন ঋতু-কাল অপেক্ষা করিবে। [ঐ মি'আদ মধ্যে তাহারা অপর স্বামী গ্রহণ করিবে না।] এবং তাহারা যদি আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের জরায়ুর মধ্যে আল্লাহ যাহা পয়দা করিয়াছেন তাহা গোপন করা তাহাদের

২৩৩। কোন স্ত্রীলোককে যদি তাহার স্বামী তালাক দেয় তবে ঐ তালাকের পরে, এবং কোন স্ত্রীলোকের স্বামী যদি মারা যায় তবে স্বামীর মৃত্যুর পরে কিছু কাল পর্যন্ত ঐ স্ত্রীলোককে অপর স্বামী গ্রহণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ঐ বিবাহ-নিষিদ্ধ কালকে শারী'আতের পরিভাষায় **ইদ্দত** বলা হয়।

গর্ভ সঞ্চার নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ইদ্দত পালনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। তাই সূরা আল্ অহযাবের ৪৯নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা যখন মুমিনা স্ত্রীলোকদেরে বিবাহ কর এবং তাহার পরে তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিবার পূর্বেই যদি তাহাদিগকে তালাক দিয়া ফেল, তাহা হইলে তাহাদের উপরে কোন প্রকার ইদ্দতই বর্তিবে না;—কাজেই তাহাদিগকে বিবাহ করা ব্যাপারে পুরুষ লোকদের পক্ষে অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন হইবে না।"

ইদ্দত কালের বিবরণ—ইদ্দতের কাল নির্ণয় ব্যাপারে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইদ্দতের কারণের দিকে এবং ইদ্দতের পাত্রীর দিকে।

ইদ্দতের কারণ দুইটি—তালাক অথবা স্বামীর মৃত্যু। আর ইদ্দতের পাত্রীকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় (এক) অল্প-বয়স্কা হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব তখন পর্যন্ত হয় নাই এবং বার্ধক্যের কারণে বা অন্য কোন কারণে যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। (দুই) যে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব বরাবর হইয়া আসিতেছে। (তিন) গর্ভবতী স্ত্রীলোক।

স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত—স্বামীর মৃত্যুতে, গর্ভবতী স্ত্রীলোক বাদে অপর সকল প্রকার স্ত্রীলোকেরই ইদ্দত-কাল চারি মাস দশ দিন হইবে। বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর মিলন ঘটিয়া না থাকিলেও স্ত্রীকে এই ইদ্দত পালন করিতে হইবে।—সূরা আল-বাকারা', আয়াত ২৩৪।

আর স্বামীর মৃত্যুতে গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত কাল সন্তান-প্রসব পর্যন্ত থাকিবে—চারি মাস দশ দিনের কমে যে সময়েই সন্তান-প্রসব হইবে সেই সময়েই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত সমাপ্ত হইবে। সেইরূপ চারি মাস দশ দিনের পরে যে সময়ে সন্তানপ্রসব হইবে সেই সময়েই গর্ভবতী স্ত্রীলোকের ইদ্দত কাল সমাপ্ত হইবে।—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ۝

পক্ষে হালাল হইবে না। ২৩৩

আর তাহাদের তালাক দানকারী স্বামী-গণ যদি সংশোধনের ইচ্ছা রাখে তবে ঐ মী'আদ মধ্যে ঐ স্ত্রীদের ফিরাইয়া লওয়া ব্যাপারে তাহারাই সব চেয়ে বেশী হকদার।

আর [স্বামীর উদ্দেশ্যে] স্ত্রীলোকদের উপরে শারী'আত-সঙ্গত কর্তব্যাদি থাকার অনুরূপ [স্বামীর নিকট হইতে] তাহাদের শারী'আত সঙ্গত-প্রাপ্য হকও রহিয়াছে। এবং স্ত্রীলোকদের উপরে পুরুষদের এক বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে। আর আল্লাহ প্রবল প্রতাপ সুবিবেচক।

সূরা আত্-তালাক, আয়াত ৪; এবং সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অপরাপর হাদীস গ্রন্থে সঙ্কলিত সুবাই'আ আস্লামিয়া সংক্রান্ত ঘটনা সম্পর্ক উম্মুল্-মু'মিনীন উম্ম সালামা রাঃ-র বর্ণিত হদীস।

তালাক-জড়িত ইদ্দত— যে ঋতুবতী স্ত্রীলোকের গর্ভবতী হওয়া পরিষ্কারভাবে বুঝা না যায় তাহার পক্ষে তালাকের ইদ্দত তিন ঋতু-কাল হইবে।—সূরা আল-বাকারার আলোচ্য আয়াতটি।

যে স্ত্রীলোকের গর্ভবতী হওয়া জানা যায় তাহার পক্ষে তালাকের ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত হইবে।—সূরা আত্-তালাক, আয়াত ৪।

যে স্ত্রীলোকের এখনও ঋতু হয় নাই এবং যে স্ত্রীলোকের ঋতু আসা একেবারে বন্ধ হইয়াছে তাহার পক্ষে তালাকের ইদ্দত কাল তিন মাস হইবে।—সূরা অত্-তালাক, আয়াত ৪।

www.ahlehadeethbd.org

মুহম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরাম—বঙ্গানুবাদ ও ভাষ্য

—আবু য়ূসুফ দেওবন্দী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

باب الديات

রক্তমূল্য অধ্যায়

৩৪৭। আবূ-বকর ইবন মুহম্মদ তাহার পিতা মুহম্মদ হইতে, মুহম্মদ তাহার পিতা 'আমর ইবন হাযম হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নাবী সঃ য়ামানের অধিবাসীদের নিকট একটি পত্র লিখেন। ঐ পত্রে ইহাও ছিল :

ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول' وان فى النفس الدية مائة من الابل' وفى الانف اذا اوعب جدعه الدية' وفى العينين الدية' وفى اللسان الدية' وفى الشفتين الدية' وفى الذكر الدية' وفى البيضتين الدية' وفى الصلب الدية' وفى الرجل الواحدة نصف الدية' وفى المأمومة ثلث الدية' وفى الجائفة ثلث الدية' وفى المنقلة خمس عشرة من الابل' وفى كل اصبع من الاصابع اليد والرجل عشر من الابل' وفى السن خمس من الابل' وفى الموضحة خمس من الابل' وان الرجل يقتل بالمرأة' وعلى اهل الذهب الف دينار .

ইহা নিশ্চিত যে, কেহ যদি কো'ন মুমিনকে বিনা অপরাধে হত্যা করে এবং ঐ হত্যা প্রমাণিত হয় তাহা হইলে তাহাতে প্রাণদণ্ড হইবে ; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ওারিসগণ যদি অন্য কোন ভাবে রাযী হয় তবে আর প্রাণদণ্ড হইবে না। আর [ঐ ক্ষেত্রে ওারিসগণ যদি নিহত ব্যক্তির রক্ত মূল্য লইয়া দাবী ত্যাগ করিতে রাযী হয় তবে] মানুষের প্রাণের মূল্য একশত উট [দিতে হইবে]

নাক যদি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া ফেলা হয় তবে তাহাতে পূর্ণ রক্তমূল্য [একশত উট দিতে হইবে।] সেইরূপ উভয় চক্ষু নষ্ট করা হইলে পূর্ণ রক্তমূল্য, জিহ্বা কাটিয়া ফেলা হইলে

www.ahlehadeethbd.org

পূর্ণ রক্তমূল্য, উভয় ওষ্ঠ কাটিয়া ফেলা হইলে পূর্ণ রক্তমূল্য, পুরুষাঙ্গ কাটা হইলে পূর্ণ রক্তমূল্য, উভয় অণ্ডকোষ নষ্ট করা হইলে পূর্ণ রক্তমূল্য এবং মেরুদণ্ড ভাঙ্গলে পূর্ণ রক্তমূল্য দিতে হইবে।

তারপর, এক পায়ের জন্য রক্তমূল্যের অর্ধেক; মাথায় যে আঘাতের ফলে মস্তিষ্কে আঘাত পৌঁছে সেই আঘাতে রক্ত মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ, পেটে কিছু বিদ্ধ করার ফলে উহা যদি পেটের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছে তবে তাহাতে রক্তমূল্যের এক-তৃতীয়াংশ, যে আঘাতে কোন হাড় স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে সেই আঘাতে পনেরোটি উট, হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলির কোনও একটি আঙ্গুলের জন্য দশটি উট, এক একটি দাঁতের জন্য পাঁচটি উট, [মাথা ও মুখ বাদে অন্য স্থানে] যে আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হইয়া উঠে তাহাতে পাঁচটি উট দিতে হইবে।

তারপর, ইহাও নিশ্চিত যে, [কোন পুরুষ লোক যদি কোন স্ত্রীলোককে হত্যা করে তবে] নিহত স্ত্রীলোকের কারণে পুরুষ হত্যাকারীকে কতল করা হইবে। আর হত্যাকারীর যদি স্বর্ণমুদ্রা থাকে তবে সে রক্তমূল্য হিসাবে এক হাযার দীনার প্রদান করিবে।”—আবূ দাউদ তাঁহার ‘মুরসাল হাদীসগুলির মধ্যে এই হাদীস রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহা ছাড়া, নাসাঈ, ইব্ন-খুযাইমা, ইব্নুল জারূদ, ইব্ন হিব্বান ও আহমদ এই হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। এই হাদীসের সাহীহ হওয়া সম্বন্ধে মুহাদ্দিসদের মতভেদ রহিয়াছে। [অর্থাৎ ইহা [illegible] সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে— কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার সনদ সহীহ]

৩৫০। ইব্ন মাস'উদ রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

ديـة خطأ ... عشرين ... [illegible]

[illegible]

وعشرون بنات لبون وعشرون بنى
لبون .

“ভ্রমক্রমে হত্যা জনিত রক্তমূল্যে (সমসংখ্যক)পাঁচ প্রকার উটের বিধান রহিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ণ হইয়া চতুর্থ বৎসর বয়সে পদার্পণকারিনী উট্‌নী কুড়িটি, পঞ্চম বৎসর বয়সে পদার্পণ কারিনী উটনী কুড়িটি, দ্বিতীয় বৎসর বয়সে পদার্পণকারিনী উট্‌নী কুড়িটি, তৃতীয় বৎসর বয়সে পদার্পণকারিনী উট্‌নী কুড়িটি এবং তৃতীয় বৎসর বয়সে পদার্পণকারী উট কুড়িটি —দারকুৎনী। এই হাদীসটি সুনান চতুষ্টয়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। ঐ রিওয়ায়াতে, ‘তৃতীয় বৎসরে পদার্পণকারী কুড়িটি উট’এর পরিবর্তে ‘দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণকারী কুড়িটি উট’ উল্লেখ করা হইয়াছে। আর প্রথমটির ‘ইস্‌নাদ’ অধিকতর শক্তিশালী। ইব্‌নু আবী শাইবা এই হাদীসটিকে নবী সঃ-র বাণী না বলিয়া ইবন মাস'উদ রাঃ-র বাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং উহা অধিকতর সহীহ।

[illegible] ‘আমর [illegible]

[illegible] হইতে— [illegible]

ইব্‌ন ‘আমর রাঃ হইতে রিওয়ায়াৎ করেন, নবী সঃ বলিয়াছেন :

[ن قتل متعمدا دفع الى

أوليَاءِ المقتول، فَإن شاؤُا قَتلوا وَإن شاؤُا اخَذوا الدِّيَةَ (وهي) حِقَّةٌ وثلاثون جذعةٌ وأربعون خَلِفَةٌ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

"[কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাপূর্বক কোন মুমিনকে কতল করে তবে হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির অলী অভিভাবকদের হাতে সোপর্দ করা হইবে। অনন্তর তাহারা ইচ্ছা করিলে তাহাকে হত্যা করিবে অথবা ইচ্ছা করিলে রক্তমূল্য গ্রহণ করিবে। সে ক্ষেত্রে] রক্তমূল্য এই: চতুর্থ বৎসর বয়সে পদার্পণকারিনী উটনী ত্রিশটি, পঞ্চম বর্ষে পদার্পণকারিনী উটনী ত্রিশটি এবং গাভীন উটনী চল্লিশটি। —আবূ দাউদ ও তিরমিযী

৩৫২। ইবন-উমর রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলিয়াছেন:

إنَّ أعتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ۔

মানব জাতির মধ্যে তিন প্রকার লোক আল্লার সর্বাধিক অবাধ্য। (১) যে ব্যক্তি [কা'বা গৃহ সন্নিহিত] আল্লার হারাম এলাকা মধ্যে কোন মানুষকে হত্যা করে।[১] (২) যে ব্যক্তি তাহার উদ্যত হত্যাকারী ছাড়া অপর কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে। (৩) যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের আক্রোশ বশতঃ কোন মানুষকে হত্যা করে।—ইব্‌ন হিব্বান ইহা বর্ণনা করিয়া ইহাকে 'সহীহ' বলিয়াছেন।

৩৫৩। 'আবদুল্লাহ ইবন 'আম্‌র ইবন আল্-'আস হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

ألا إنَّ دِيَةَ الخطاءِ وشبهِ العمدِ ما كان بالسوطِ والعصا مائةٌ من الإبلِ منها أربعون في بطونها أولادها۔

"দেখ, ভ্রমবশতঃ হত্যার এবং ইচ্ছাপূর্বক হত্যার মত হত্যা অথচ হুবহু ইচ্ছাপূর্বক হত্যা নয়—যথা, ছড়ি বা লাঠির সামান্য আঘাতে অকস্মাৎ যে হত্যা হইয়া থাকে[২] সেই হত্যার রক্তমূল্য এমন এক শত উট হইবে যাহার মধ্যে

১। কা'বাগৃহ সন্নিহিত 'হরম' (حرم) এলাকা সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ومن دخله كان امنا "আর যে কেহ সেখানে প্রবেশ করে সেই নিরাপদ হয়।" এই কারণে যে কোন পাপ কাজ 'হরম' এলাকা ছাড়া অন্যত্র সম্পাদিত হওয়ার শাস্তি এবং ঐ পাপ কাজ 'হরম' এলাকায় সম্পাদিত হওয়ার শাস্তি এক সমান নহে। 'হরম' এলাকা ছাড়া অন্যত্র সম্পাদিত পাপ কাজের জন্য শারী'আতে যে শাস্তির বিধান রহিয়াছে ঐ পাপ কাজটিই 'হরম' এলাকায় সম্পাদিত হইলে তাহার জন্য শারীআতে অধিকতর গুরু শাস্তির বিধান দেওয়া হইয়াছে। 'হরম' এলাকায় কেহ যদি কোন পাপ কাজ করে তবে সে দুই দফায় দণ্ডনীয় হয়। (এক) পাপ কাজ সম্পাদনজনিত দণ্ড এবং (দুই) 'হরম' এলাকার মর্যাদাহানি জনিত দণ্ড।

২। শারী'আতের দৃষ্টিতে নরহত্যা তিন প্রকার।
(ক) قتل العمد ইচ্ছাকৃত নরহত্যা,
(খ) قتل الخطاء ভ্রমজনিত নরহত্যা এবং
(গ) قتل شبه العمد ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ নরহত্যা

www.ahlehadeethbd.org

চল্লিশটির পেটে বাচ্চা থাকা চাই।"—আবুদাঊদ নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

৩৫৪। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ হইতে বর্ণিত আছে, নবী সঃ বলেন,

هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام .

"[রক্তমূল্য ব্যাপারে] ইহা ও ইহা অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয়ই সমান।"—বুখারী, এই ভাবে রিওয়ায়াত করেন।

যে প্রকার অস্ত্রাদি দ্বারা যেভাবে মানুষকে আঘাত করিলে ঐ আঘাতের ফলে সাধারণতঃ আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, ঐ প্রকার অস্ত্র দ্বারা কোনও মানুষকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে যদি তাহাকে ঐ ভাবে আঘাত করা হয় এবং তাহার ফলে যদি ঐ ব্যক্তিটির মৃত্যু ঘটে তবে ঐ প্রকার হত্যাকে قتل العمد বা ইচ্ছাকৃত নরহত্যা বলা হয়।

পক্ষান্তরে ঐ প্রকার অস্ত্র ঐ ভাবে চালনা করার পশ্চাতে যদি কোনও মানুষকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য বর্তমান না থাকে বরং অপর কোন জীব-জন্তু হত্যার উদ্দেশ্যে কেহ যদি ঐ প্রকার অস্ত্র ঐ ভাবে চালনা করে এবং তাহার ফলে কোন মানুষ নিহত হয় তবে ঐ প্রকার হত্যাকে قتل الخطاء বা ভ্রম-জনিত হত্যা বলা হয়।

তারপর যে সকল অস্ত্র দ্বারা যে ভাবে আঘাত করিলে সাধারণতঃ মৃত্যুর আশংকা করা যায় না ঐ অস্ত্রগুলি দ্বারা ঐ ভাবে আঘাত করার ফলে যদি আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তবে তাহাকে قتل شبه العمد 'ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ হত্যা' বলা হয়।

قتل العمد বা ইচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ৩৪৮ নং হাদীসের নোটে দেওয়া

কিন্তু আবু দাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি যে ভাবে রিওয়ায়াত করেন তাহা এই :

دية الاصابع سواء ' والاسنان سواء

الثنية والضرس سواء .

"আঙুলগুলির রক্তমূল্য সমান সমান এবং দাঁতগুলিরও রক্তমূল্য সমান সমান—[সম্মুখস্থ] কৃন্তন-দন্ত ও [ভিতরের] পোষণ-দন্ত সমান সমান।"

আর ইব্‌ন-হিব্বানের রিওয়ায়াতে আছে :

دية اصابع اليدين والرجلين سوا "

عشرة من الابل لكل اصبع .

"হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের অঙ্গুলগুলির রক্তমূল্য সমান সমান—প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি উট।"

৩৫৫। 'আম্‌র ইব্‌ন শু'আইব তাঁহার পিতা হইতে—তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে—তিনি রসূলুল্লাহ সঃ-এ উল্লেখ করিয়া বলেন :

من تطبب ولم يكن بالطب معروفا

فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن .

"কোন ব্যক্তি চিকিৎসা ব্যাপারে অভিজ্ঞ না হইয়াই যদি চিকিৎসা করিতে থাকে এবং

হইয়াছে।

قتل الخطاء ভ্রমজনিত হত্যার এবং قتل شبه العمد ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ হত্যায় হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড শাস্তি হইবে না। সে ক্ষেত্রে রক্ত-মূল্য, আপোষে নিষ্পত্তি এবং ক্ষমা এই তিনটি পথই উন্মুক্ত ও প্রশস্ত রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

[ঔষধের গুণাগুণ না জানার কারণে যদি সে এমন ঔষধ ব্যাবহার করে যাহার] ফলে কোন মানুষের প্রাণ-নাশ করে অথবা অপর কোন ক্ষতি করিয়া বসে তবে সে উহার জন্য দায়ী হইবে।—দারকুৎনী। হাকিম ইহাকে 'সহীহ হাদীস' বলিয়াছেন।

আবু দাউদ, নাসায়ী ও অপর হাদীস-গ্রন্থেও এই হাদীসটি রহিয়াছে। তবে যাহারা ইহাকে 'মওসল'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের তুলনায় যাঁহারা ইহাকে 'মুরসাল'ভাবে রিওয়াত করিয়াছেন তাঁহারাই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

৩৫৬। 'আমর ইব্ন শু'আইব তাঁহার পিতা হইতে—তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে রিওয়াত করেন যে, নবী সঃ বলিয়াছেন,

فى الموضح خمس خمس من الابل

'যে সকল আঘাতের ফলে হাড় দৃশ্যমান হইয়া উঠে তাহাতে পাঁচটি করিয়া উট [দণ্ড] হইবে।"—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়।

আহমদ এই হাদীসে আরও রিওয়াত করেন যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل

"আর আঙ্গুলগুলি সমান সমান; প্রত্যেক আঙ্গুলের জন্য দশটি দশটি করিয়া উট।"

এই হাদীসটিকে ইব্ন খুযইমা ও ইব্নুল-জারূদ সহীহ বলিয়াছেন।

৩৫৭। 'আমর ইব্ন শু'আইব তাঁহার পিতা হইতে—তিনি তাঁহার পিতামহ হইতে—তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين

"যিম্মীর রক্ত মূল্যের পরিমাণ মুসলিমের রক্ত-মূল্যের পরিমাণের অর্ধেক।"—আহমদ ও সুনান চতুষ্টয়।

হাদীসটিকে আবু দাউদ যে ভাবে রিওয়াত করেন তাহা এই ঃ

دية المعاهد نصف دية الحر

"যিম্মী এবং সাময়িক ভাবে আশ্রয়দত্ত অমুসলিমের রক্তমূল্যের পরিমাণ আযাদ মুসলিমের রক্তমূল্যের পরিমাণের অর্ধেক।"

হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করিতে গিয়া এই কথাটি অতিরিক্ত বলেন,

عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها.

স্ত্রীলোকের রক্তমূল্য যে পর্যন্ত পূর্ণ রক্তমূল্যের এক তৃতীয়াংশে না পৌঁছে সে পর্যন্ত স্ত্রীলোকের অঙ্গহানির মূল্য পুরুষ লোকের অঙ্গহানির মূল্যের অনুরূপ হইবে।[৩]—এই হাদীসটিকে ইব্ন খুযাইমা সহীহ বলিয়াছেন।

৩। পূর্ণ রক্তমূল্যের পরিমাণ একশত উট হওয়ায় তাহার এক তৃতীয়াংশ হয় তেত্রিশটি উট। তেত্রিশ উটের কম পরিমাণ রক্তমূল্যের ব্যাপারে পুরুষলোক ও স্ত্রীলোক সমান পর্যায়ে থাকিবে। যে সকল অঙ্গহানির জন্য ৫, ১০, ১৫, ২০, ২৫ অথবা ৩০ উট দেয় হয় সে সবের বেলায় পুরুষ লোক ও স্ত্রীলোকের মধ্যে কোন তারতম্য করা হইবে না। কিন্তু তদূর্ধ পরিমাণে স্ত্রীলোকের রক্তমূল্যের পরিমাণ পুরুষ লোকের রক্তমূল্যের পরিমাণের অর্ধেক হইবে। যথা; যে সকল ক্ষেত্রে রক্তমূল্যের পরিমাণ একশত উট ধার্য করা হইয়াছে সে সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের রক্তমূল্যের পরিমাণ ৫০ উট হইবে। সেইরূপ ৪০ এর স্থলে ২০ উট ৫০ এর স্থলে ২৫ উট—এইভাবে অর্ধেক হইতে থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

৩৫৮। আম্‌র ইব্‌ন শু'আইব তাঁহার পিতা হইতে—তিনি তাঁহা পিতামহ হইতে—তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح •

"ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ (شبه العمد) নরহত্যার রক্তমূল্য ইচ্ছাকৃত নরহত্যার (قتل العمد) রক্তমূল্যেরই ন্যায় মুগাল্লায[৪] হইবে। শুধু তফাৎ এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ (شبه العمد) নরহত্যার কারণে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইবে না। কোন প্রকার শত্রুতা অথবা অস্ত্রধারণ ছাড়াই কেবলমাত্র শয়তানের প্ররোচনাক্রমে যাহাতে লোক মধ্যে রক্তপাত না ঘটে এই উদ্দেশ্যেই রক্তমূল্যের এই বিধান।—দারকুৎনী এই হাদীসটি রিওয়ায়াত করিয়া ইহাকে যঈফ বলিয়াছেন।

৩৫৯। ইব্‌ন 'আব্বাস রাঃ বলেন, "রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় কোন একজন লোক অপর একজন লোককে হত্যা করে। অনন্তর নবী সঃ তাহার রক্তমূল্য ১২০০০ বার হাযার দিরহাম[৫]

৪। ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ (شبه العمد) নরহত্যার রক্তমূল্য—তথা মুগাল্লায রক্তমূল্যের বিবরণ দিতে গিয়া আবুদাউদ হযরত উমর রাঃ-র এই ফয়সালাটির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خلفة ما بين ثنية الى بازل عامها •

ইচ্ছাকৃত হত্যা-সদৃশ (شبه العمد) নরহত্যার রক্তমূল্য সম্পর্কে উমর ফয়সালা দেন,—তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়া চতুর্থ বর্ষে পদার্পনকারিনী উট্‌নী ত্রিশটি, চারি বৎসর বয়সপূর্ণ হইয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পনকারিনী উট্‌নী ত্রিশটি এবং ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পন কারিনী হইতে আরম্ভ করিয়া নবম বর্ষে পদার্পন কারিনী পাঁচ-ছয় মাসের গাভীন উট্‌নী চল্লিশটি।

৫। কিন্তু সুনান আবু দাউদে বর্ণিত একটি হাদীসে ৮০০০ আট হযার দিরহামের উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীসটি এই: আমর ইব্‌ন শুআইব তাঁহার পিতা হইতে, তিনি তাহার পিতামহ হইতে—তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সঃ-র যমানায় রক্তমূল্য বাবত মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৮০০ আট শত দীনার অথবা আট হযার দিরহাম এবং সে কালে আহ্‌লুল্ কিতাবের রক্তমূল্যের পরিমান ছিল মুসলিমের রক্তমূল্যের পরিমাণের অর্ধেক। উমরের খিলাফৎ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এই বিধানই বর্তমান ছিল। অনন্তর, উমর [একদা] খুৎবা দিতে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করেন, "দেখ, এখন উট মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে।" তারপর, তিনি রক্তমূল্যের মুদ্রার পরিমাণ স্বর্ণের মালিকের প্রতি এক হাযার দীনার ও রৌপ্যের মালিকের প্রতি দশ হাযার দিরহাম ধার্য করেন।

তারপর আমর ইবন হায্‌ম এর রিওয়ায়াতে (৩৪৭ নং হাদীসে) রহিয়াছে যে, রসুলুল্লাহ সঃ-র লিখিত পত্রে ছিল: হত্যাকারী স্বর্ণমুদ্রার অধিকারী হইলে তাহার প্রতি রক্তমূল্য বাবত এক হাযার দীনার দেয় হইবে। আর রসুলুল্লাহ সঃ-র যমনায় এক দীনার সাধারণতঃ দশ দিরহামের সমান ছিল বলিয়া এক হাযার দীনারে দশ হাযার দিরহাম দাঁড়ায়।

কাজেই দেখা যায়, রসুলুল্লাহ সঃ-র যমানায় নরহত্যার জন্য আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আম্‌র রাঃ-র বর্ণনা মতে আট হাযার দিরহাম, 'আম্‌র ইব্‌ন হাযম রাঃ-র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ধার্য করেন।"—সুনান চতুষ্টয়। নাসাঈ ও আবু হাতিম এই হাদীসটির মুরসাল হওয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন।

৩৬০। আবু রিমসা রাঃ বলেন; [একদা] আমি নবী সঃর নিকটে গিয়াছিলাম এবং আমার সঙ্গে আমার পুত্র ছিল। নবী সঃ বলিলেন,

من هذا ؟ فقلت : ابنى واشهد به ، فقال : اما انه لايجنى عليك ولا تجنى عليه ٥

"এই ছেলেটি কে?" আমি বলিলাম, "আমার পুত্র—এ সম্বন্ধে আপনি সাক্ষী থাকুন।" নবী সঃ বলিলেন, "হুশ্‌য়ার! ইহা নিশ্চিত যে, তাহার অপরাধের জন্য তোমাকে দায়ী করা হইবে না এবং তোমার অপরাধের জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে না।"—নাসাঈ ও আবু দাউদ। ইব্‌ন খুযাইমা এবং ইব্‌নুল্‌-জারূদ ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

বর্ণনা মতে দশ হাযার দিরহাম এবং ইব্‌ন 'আব্বাসের বর্ণনামতে বার হাযার দিরহাম ধার্য করা হইয়াছিল।

উটের বেলায় সকল রিওয়ায়াতেই এক শত উটের উল্লেখ থাকিলেও উটের বয়স সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়।

এই সকল পরস্পর বিরোধী রিওয়ায়াতের সমন্বয় যে ভাবে করা হয় তাহা এই:

ইচ্ছাকৃত হত্যার বেলায় হত্যা ব্যাপারে অমানুষিকতার তারতম্যের কারণে, এবং ইচ্ছাকৃত হত্যা সদৃশ নরহত্যা ব্যাপারে অসাবধানতা ও ভ্রমের তারতম্যের কারণে সম্ভবতঃ রক্তমূল্য সম্পর্কে এই বিভিন্নতা অনুসৃত হইয়াছিল।

www.ahlehadeethbd.org

নূতন সংস্কৃতি সৃষ্টির পথে ইন্দোনেশিয়া

অধ্যাপক আবদুল গণী এম, এ,

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নবজাগরণের সূচনা :—

বৈদেশিক শাসক এবং তাদের সহযোগী ও তাবেদার সমস্ত প্রভু ও জমিদারদের একচ্ছত্র শোষণের বিরুদ্ধে অবশেষে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল—লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় জাগরণ আসলো এবং আজাদী আন্দোলনের সূচনা হলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে।

এই নবজাগরণের ইতিহাসেও কয়েকটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভুতপূর্ব রাজকর্মচারী রাজেন আডজের কারতিনী মহোদয়ের ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কন্যা সর্ব প্রথম তাঁর দেশের আজাদী ও উন্নয়নের জন্য ইউরোপীয় শিক্ষা প্রচলনের তীব্র প্রয়োজনীয়তার ওকালতি শুরু করেন। তাদের সমাজ জীবনে নারী ছিল বন্দিনী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। তিনি বুঝেছিলেন যে, জাতীয় উন্নয়নের মূলে রয়েছে নারী। নারীদের উপযোগী শিক্ষাদান এবং তাদেরকে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করান। এজন্যই একান্ত প্রয়োজন। তিনি নারী শিক্ষা এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ইউরোপীয় শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করেন। তার উদ্যোগের ফলে আরও অনেকেই এদিকে এগিয়ে আসেন। সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে জনগণের মধ্যে ক্রমান্বয়ে জাগরণের তরঙ্গ উত্থিত হয়। এরপরে ১৯০৫ খৃ জাপান রাশিয়াকে পরাজিত করার ফলে প্রাচ্য দেশসমূহে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের চেয়েও শক্তিশালী ও উন্নত হতে পারে এই বিশ্বাসের ভাব অনেকের মনে উঁকি দিতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ায় নবীনদের মধ্যে এক নূতন উদ্দীপনার বান আসে, তারা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে, তারা "বুডি উতোমো"—'মহান উদ্যম" নাম দিয়ে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করে কাজ করতে থাকে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এর পরে পরেই ইন্দোনেশিয়ার যুব কংগ্রেসের ১৯২৮ সালে এক অধিবেশনে জাতীয় সঙ্গীত গৃহীত হওয়ার পর হতে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। কিছুদিন পরেই 'ইন্দোনেশিয়া মুডা"— 'যুব ইন্দোনেশিয়া" নামে রাজনৈতিক দল সংগঠিত হয়। বিভিন্ন যুব প্রতিষ্ঠান এই রাজনৈতিক দলের সাথে মিলিত হয়ে যায়। এরপর থেকেই শ্লোগান আরম্ভ হয় "এক দেশ" "এক জাতি," "এক ভাষা'। রাজনৈতিক আন্দোলনের এই নব উদ্যমের ফলেই 'নিখিল ইন্দোনেশীয় সংস্কৃতির" উদ্ভব ঘটে।

ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সংস্কৃতি সৃষ্টির পথে যে তিনটি চিন্তাধারা বিবেচিত হয়েছিল তার মধ্যে আঞ্চলিক সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতিই বিশেষ ভাবে ক্রিয়া করেছে।

এই সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এদেশের সংস্কৃতি সেবকগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এদের প্রথম দল আঞ্চলিক তমদ্দুন অবলম্বনে প্রাচ্য আদর্শে ফিরে আসতে চান এবং এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপাদান কাজে লাগিয়ে তাদের প্রাচ্য মতবাদের ভিত্ত শক্তিশালী ও দৃঢ় করতে চান। সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান 'তামান সিসভা' এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক।

কিন্তু নবীন সাহিত্যিক এবং কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি এর বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তারা অতেজো ও পঙ্গু আঞ্চলিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করবার পক্ষপাতী। "পুদ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাঁগা ব্যারু" নামক সাময়িকী এই মতবাদের মুখপত্র।

ইন্দোনেশিয়ার বিখ্যাত লেখক "আরমিজিন পাতনি" এই পরস্পর বিরোধী সংস্কৃতি সেবীদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি একটি সুন্দর উপমা দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "সাংস্কৃতিক সৌধের প্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে, ছাদে ছিদ্র হয়ে গেছে এবং এ অবস্থায় সৌধের ভিতরে যারা আছেন তাদের জন্য এই সৌধ বাসোপযোগী করে তুলা অবশ্য কর্তব্য। তামান মিমভারা—পুরাতন সৌধ পরিত্যাগ করার পরিবর্তে তার ভগ্ন প্রাচীর আর ছিদ্র ছাদের সংস্কার সাধন করে তাকে শুধু বাসোপোযোগীই করা হবে না তাকে আরও সুন্দর আরও আকর্ষণীয় করা হবে। অন্য পক্ষে পুদজানা ব্যারুর অভিমত হচ্ছে এই যে পুরতন জরাজীর্ণ গৃহ ভেঙ্গে ফেল আর সম্পূর্ণ নূতন ছাঁচে নূতন গৃহ নির্মাণ কর যাতে সূর্য কিরণ নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রনায়ক জাঃ মুতান তাকদির আলী মাভাসা দ্বিতীয় মত সমর্থন করে বলেন, "গতিশীল সংস্কৃতির জন্য আমরা প্রাচীন স্থবির সমাজ ব্যবস্থার দিকে ফিরে যেতে পারি না, আমাদেরকে অবশ্যই যেসমস্ত দেশের সমাজ ব্যবস্থা গতিময় ও প্রগতিশীল তাদেরকেই অনুসরণ করতে হবে; আর এর জন্য প্রয়োজনের তাগিদে আমাদেরকে ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানকে অনুকরণ করতে হবে।"

"বিংশ শতাব্দীতে নয়া জামানার নয়া মানুষকে নিয়েই আরম্ভ হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সত্যিকারের ইতিহাস। এর জনগণ পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে স্বাধীন জাতিরূপে নূতন পথে যাত্রা সুরু করেছে।" ডাঃ আলী সাভানা এই যুগের পূর্বযুগকে প্রাক-ইন্দোনেশীয় যুগ বা বর্বর যুগ বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দোনেশীয় যুগ প্রাক ইন্দোনেশীয় যুগের ক্রমঃ সম্প্রসারণ নয়, অথবা ইহা ওলন্দাজ শাসনের পূর্বকার মুসলিম রাজ্যের পুনর্জীবনও নয়। তিনি এই বলে তার প্রতিপাদ্য বিষয় দৃঢ় করেন যে, ইন্দোনেশিয়ার সভ্যতা জাভা, সুদান, সাপা বা কোন আঞ্চলিক সভ্যতার ক্রমঃ সম্প্রসারণ নয়। নবীন ইন্দোনেশিয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য এই নয় যে, সে হিন্দু বরোবুদুর প্রেমবনান অথবা সেই ধরণের কোন সৌধ তৈয়ার করবে। তিনি বলেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ বিভিন্ন যুগের বিক্ষিপ্ত পাথর সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে পুরাতন সৌধ সংস্কার করবে; আর যারা অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা তারাই শুধু এহেন পুরাতন ছাঁচের সৌধ নির্মাণ করবে। তিনি অত্যন্ত জোরের সাথে বলেন যে নবীন ইন্দোনেশিয়া আধুনিক উন্নতশীল বিশ্বের সকল দেশ হইতেই শিক্ষা গ্রহণ ক'রে তা আপন করে নিবে এবং সঞ্চিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বিশ্ব দরবারে শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করবে।

ডাঃ আলী সাভাসা সমাজ জীবনের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকেই ইন্দোনেশীয় সভ্যতার ভিত্তিরূপে অবলম্বন করতে চান; পুদ জাগা ব্যারু মতবাদের সাথে তার এখানেই প্রভেদ।

ইন্দোনেশিয়ায় অন্যতম চিন্তাবিদ সুডান শাহরির এই উভয় মতবাদের মধ্যে আপোষ রফার চেষ্টা করছেন। তার আপোষ ফর্মূলায় তিনি বলেন,

"বিজ্ঞান অথবা সাংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা একথা স্বীকার করে নিতে পারিনা যে, প্রাচ্য এবং পশ্চোত্যের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। সংস্কৃতির দিক দিয়ে আমরা বরোবুদুর বা মহাভারত অথবা যাভা ও সুমাত্রার সাধারণ ইছলামী সভ্যতা অপেক্ষা ইউরোপ ও আমেরিকারই নিকটতম॥

তিনি আরও বলেন,

আমাদের অধিকাংশই অদূরদর্শিতার সাথে উভয় সংস্কৃতির মধ্যে এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় আছেন। তারা চান পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান অবলম্বন করতে আর এর সাথে অবলম্বন করবেন প্রাচ্যের দর্শন এবং প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রাণশক্তি। শাহরির এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন নাই। তিনি প্রশ্ন করেন, প্রাচ্য দৃষ্টিভঙ্গি কি? এটা কি এমন কিছু বুঝায় যা নীতি নৈতিকতা; পবিত্রতা ও ধর্মীয় ব্যাপারে

www.ahlehadeethbd.org

আল্‌হাজ মওলানা বশীরুদ্দীন (রহঃ)

—মোহাম্মদ আবদুছ্‌ছামাদ এম, এম,

জীব মাত্রই মরণশীল। মৃত্যুকে বরণ করা জীব-জগতের চিরাচরিত নিয়ম। এই জগতে কেহই মৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্ত নহে। অগণিত জীব অতীতকালে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, বর্তমানেও করিয়া চলিয়াছে, ভবিষ্যতেও কেহ মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে না। যাঁহারা দিগ্‌দিশারী ও আদর্শ মহামানব এবং বহুবিধ গুণাবলী, মনীষা ও প্রতিভার অধিকারী হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারাও মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যাহারা এই ধরিত্রির বুকে নিজেদের ঐশ্বর্য ও বাহুবলে বলীয়ান হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়াছে; এমন কি আল্লাহর প্রভুত্বকে পর্যন্ত অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখাইয়াছে মৃত্যুই একমাত্র তাহাদের দম্ভ ও গর্বকে খর্ব করিয়াছে। মোটের উপর মৃত্যুরাহুর গ্রাসে সকলকেই নিপতিত হইতে হইবে।

মানুষ মরিয়া যায় এবং ধরণী-বক্ষ হইতে চির অদৃশ্য হইয়া যায়। মানুষদের মধ্যে এমনও অনেক বিশেষ ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় যাহারা মরিয়াও হন অমর। তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতি, প্রতিভা, ত্যাগ, ও সাধনার আদর্শ পরবর্তীদের জন্য হয় আলোক-বর্তিকা। এইরূপ সাধক মনীষিরা তাঁহাদের মহা-প্রয়াণের পর অদৃশ্যে আত্মগোপন করিলেও জগদ্বাসীর অন্তর হইতে তাঁহারা বিস্মৃত নহেন। তাঁহাদের অমর-কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া থাকে।

বিংশ শতকের (হিজরী চতুর্দশ শতকের) প্রথম দিকে পাক-বাংলায় যে সকল পুণ্যাত্মা-সাধক, দীন-দার পরহেযগার, মুস্তাজাবুদ্‌দাওয়াত ও শরীআতে মোহাম্মদীয়ার অক্লান্ত সেবক দ্বীনের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন আল্‌হাজ মওলানা বশীরুদ্দীন (রহঃ) তাঁহাদের মধ্যে একজন।

মওলানা বশীরুদ্দীন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জিলার মুরাদনগর থানাধীন কাযিয়াতল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ওয়ালেদে মাজেদ মুন্সী লা'ল মোহাম্মদ সরকার অত্যন্ত ধর্মভীরু, ঐশ্বর্য-শালী ও প্রভাবশালী আঞ্চলিক নেতা ছিলেন। অতিথিপরায়ণতা ও বদান্যতায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মুন্সী লা'ল মোহাম্মদ সরকারের উস্তাদ মুন্সী দানেশ একজন খ্যাতনামা আলেম ও ধার্মিক লোক ছিলেন। মুন্সী দানেশ সম্ভবতঃ ১৮৬০ সনে কাযিয়াতল গ্রামে কোরআন ও হাদীসের দরস শুরু করেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি আহলেহাদীস আলেম। তাঁহার জীবনের প্রথম ও শেষ অবস্থা সম্পর্কে আমরা আজ পর্যন্তও কোন তথ্য অবগত হইতে পারি নাই। যাঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকেই ছিলেন একেকটি রত্ন। তদানীন্তন কাযিয়াতলের যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্বের গৌরব লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুন্সী লা'ল মোহাম্মদ সরকার, মুন্সী কলীমুদ্দীন, মুন্সী পানাউল্লাহ, মুন্সী রমযান মোল্লা, মুন্সী রিয়াজুদ্দীন ও মুন্সী রহীমুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাশ্চাত্য বস্তুবাদিতার বিরোধী?" তিনি এই মন্তব্য অনেক সময়েই শুনেছেন, কিন্তু কেহই তাহাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারেনি। তিনি মন্তব্য করেন যে, আমরা যদি বিশ্বের ইতিহাস সামগ্রিক ভাবে পর্য্যালোচনা করি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের ক্রমবিকাশ বুঝবার চেষ্টা করি তা হলে দেখতে পাব যে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদিতার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মাওলানা বশীরুদ্দীন যোগ্য পিতার সকল প্রকার গুণাবলীর অধিকারী যোগ্যতম সুপুত্র ছিলেন। পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতামহের পূর্বে পিতৃবিয়োগে উত্তরাধিকার হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সেই সম্পদ হইতে তিনি হারাহারিভাবে বিনা দ্বিধায় বণ্টন করিয়া দেন। প্রাপক ও বঞ্চিতদিগকে যথানিয়মে বণ্টন করিয়া দেওয়ার পরও তাঁহার হাতে অনেক সম্পদ অবশিষ্ট থাকে। তিনি দ্বীনের খেদমতের মাধ্যমে তাঁহার জীবদ্দশাতেই অধিকাংশ সম্পদ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। এত সব সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি রসুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সম্পূর্ণ মিসকীনীভাবে জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আখ্‌লাক ও আদাতে আত্মীয়ায়ে কেরামের পর সর্বোৎকৃষ্ট মানব হযরত আবুবকর সিদ্দীকের ধার্মিকতার আদর্শ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

মরহুম মাওলানা সাহেবের বাল্য জীবন সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত অবগত হইতে পারি নাই। তাঁহার পাঠ্য জীবন সম্পর্কে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি তাহাই শুধু এখানে বর্ণনা করিতেছি।

মওলানা সাহেবের পিতা ছিলেন খাঁটি আহলে-হাদীস। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে সামান্য কিছু লেখাপড়া করার ফলে তকলীদের আবিলতা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে এবং গতানুগতিকতার অভিশাপে পতিত হইয়া তিনি নিজেকে হানাফী বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কোরআন হাদীসের তত্ত্ব তথা ধর্মীয় মাসায়েলের সঠিক সন্ধানের অনুরাগ ছিল তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন।

২৫ বৎসর বয়সে তিনি দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁহার অত্যাধিক ধর্মানুরাগের ফলে কয়েক বৎসর পরেই দাম্পত্য জীবন-যাত্রায় বাধার সৃষ্টি হয়। তিনি ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পত্নীর ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি বিশেষ তৎপর না থাকায় তিনি তাহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই।

একদা তাঁহার স্ত্রী বিশেষ কোন প্রয়োজনে এক মুহূর্তের জন্য পর্দার বাহিরে যাওয়ায় তিনি তাহাকে খুব শান্তভাবে বহু উপদেশ প্রদান করিলেন। তারপর সবিশেষ স্থীরতার সহিত তাহাকে বলিলেন; দেখ, আমি খুব ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখিয়াছি যে, তোমার দ্বারা আমার ইহলৌকিক শান্তির সম্ভাবনা থাকিলেও পারলৌকিক শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিবার সমূহ আশংকা রহিয়াছে। আমি তোমাকে তালাক দিব বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছি। তিনি মুখে যাহা বলিলেন কাজেও তাহাই করিলেন! অবশেষে তিনি তাহাকে অনেক খেলাত সওগাত ও নগদ কিছু অর্থ প্রদান করতঃ বহুবিধ নসীহত করিয়া সুন্নত নিয়মে তালাক দিয়া বিদায় করিলেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন একটি পুত্র ও একটি কন্যার পিতা।

এই সময়ে মওঃ বশীরুদ্দীনের বয়স ছিল ৩৫ বৎসর। দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটাইয়া তিনি কোরআন ও হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একমাত্র কোরআন-হাদীসের শিক্ষা ও খিদমতের মাধ্যমেই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইবে। সুতরাং তিনি খেদমতে দ্বীন তথা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা লাভের মানসে ধর্মীয় শিক্ষার ছাত্র হিসাবে বহির্গত হইলেন।

ধর্মীয় শিক্ষা তথা খালেস কোরআন ও হাদীসের বাস্তব তা'লীমের আদর্শ শিক্ষাগার ছিল তখন রামপুরে। তদানীন্তন ইল্‌মে দ্বীনের আদর্শ শিক্ষক, খাঁটি মুয়াহহিদ ও মুত্তাবিয়ে সুন্নত সাধক, আদর্শ পরহেযগার, সুপ্রসিদ্ধ আবেদ ও যাহেদ মনীষী মুন্সী নাসিরুদ্দীন কোরআন ও হাদীসের অধ্যাপনায় রামপুর মাদ্রাসায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং ছিলেন মাদ্রাসার পৃষ্ঠপোষক এবং মাদ্রাসার সন্নিহিত পশ্চিম পার্শ্বেই ছিল তাঁহার বাড়ী। তাঁহার যশ গৌরব তখন চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং "মিয়া সাহেব" বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাযীয়াতলের মুন্সী রহিমুদ্দীন ছিলেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার প্রথম জামাতা এবং প্রাথমিক যুগের ছাত্র ও খাস অনুরক্ত। মওলানা বশীরুদ্দীন মুন্সী রহীমুদ্দীনের নিকট এই সকল তত্ত্ব অবগত হইয়া জনাব মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে উৎসাহী হইলেন এবং যথাসময়ে সম্ভবতঃ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রামপুর পৌঁছিয়া তাঁহার দরসের ছাত্র হইলেন।

মুন্সী নাসিরুদ্দীন ছিলেন খাঁটি আহলেহাদীস আর মওলানা বশীরুদ্দীন ছিলেন তখনও একজন খাঁটি মুকাল্লিদ হানাফী। সুতরাং মওলানা বশীরুদ্দীন আপন উস্তাদ মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীনের পিছনে নামায পড়িয়া পুনরায় আবার মনের তৃপ্তির জন্য সঙ্গোপনে দোহরাইয়া লইতেন। আহলেহাদীসের পিছনে নামায শুদ্ধ হইবে কিনা সেই সম্পর্কে তিনি ছিলেন তখনও সন্দিহান। তাঁহার জনৈক সহপাঠী হকীকতে হাল জানিতে পারিয়া তাঁহার অসাক্ষাতে মিয়া সাহেবের খিদমতে যাইয়া অভিযোগ করে। মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীন ছাত্রের অভিযোগপূর্ণ কথাগুলি এড়াইয়া যান এবং বলেন—দেখ, তোমরা তাঁহাকে কিছু বলিও না। এই ভাবে বেশ কিছু দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল। বাস্তব শিক্ষার মাধ্যমে তিনি আপন ভুল বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে তিনি একদিন এক বিশেষ পরিবেশে মিয়া সাহেবের খেদমতে হাযির হইয়া তাঁহার হাতে আপন হাত রাখিয়া বলিলেন—"মিয়া সাহেব! আমি অনেক ভুল করিয়াছি। আমি এতদিন ভুল পথে ছিলাম। আপনার পুণ্যময় সাহচর্যে আমি আলোর সন্ধান পাইয়াছি। আমি আজ হইতে তকলীদের মোহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম। আমার জন্য দোআ করুন। আজ হইতে আমি আহলেহাদীস।"

মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীন উপস্থিত ভক্তগণ সমভিব্যাহারে হাত উঠাইয়া এক হৃদয়স্পর্শী মোনাজাত করিলেন। ভাবাবেগে সকলেই কাঁদিয়াছিল, কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারে নাই। যেমন ছিল মওলানা বশীরুদ্দীনের সংকল্প তেমনি ছিল মিয়া সাহেবের মোনাজাত—আর তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুস্তাজাবুদদাওয়াত।

মওলানা বশীরুদ্দীন তার পর হইতে আহলে হাদীস মতবাদের মসলা মাসায়েলে পরিপূর্ণ গ্রন্থগুলি মোতালাআ করিতে লাগিলেন। উহার মধ্যেই তিনি সত্যের আলোক রশ্মি চমকিত দেখিতে পাইলেন। আহলেহাদীস মতবাদ তথা কোরআন ও হাদীসের উপর আমল করার স্পৃহা তখন হইতেই তাঁহার অন্তরে জাগরিত হইল। এই সত্যের আলোকে তাঁহার অন্তর্লোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পিতৃ বৈশিষ্ট্য যাহা তিনি হারাইয়াছিলেন তাহা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইলেন। এই আকীদা ও বিশ্বাসের উপর তিনি আমরণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মওলানা বশীরুদ্দীনের দ্বীনদারী ও পরহেযগারী দেখিয়া মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীন সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার শিষ্য মওলানা বশীরুদ্দীনকে সন্তুষ্টি ও আন্তরিক স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ কী উপহার দিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে মিয়া সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা বেগম সফীয়া খাতুন আপন শওহরের বিয়োগে চারি মাস দশ দিন বৈধব্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। সফীয়া রূপে ও গুণে, বুদ্ধি ও বিবেচনায় এবং যহদ ও তকোয়ায় অতুলনীয়া ছিলেন। তাঁহার যোগ্য পাত্রের সত্যই অভাব ছিল। পিতা কন্যার পুনর্বিবাহের ব্যাপারে ছিলেন কতকটা চিন্তিত, তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে, শাগরেদে রশীদ মওলানা বশীরুদ্দীনকে উপহার দেওয়ার মত বেগম সফীয়া খাতুন ব্যতীত তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই। অতএব তিনি সফীয়াকে মওলানা বশীরুদ্দীনের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করার সংকল্প করিয়া বড় জামাতা মুন্সী রহীমুদ্দীনের সহিত পরামর্শ করিলেন। মুন্সী রহীমুদ্দীন মওলানা বশীরুদ্দীনের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিলে তিনি প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং যথা নিয়মে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে এই শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইল।

এই বিবাহের পর হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মওলানা সাহেব সতী-সাধ্বী বেগম সফীয়া খাতুনের সহিত দাম্পত্য জীবনের পরম সুখ ও পূর্ণ শান্তি উপভোগ করেন। মওলানা সাহেবের অধ্যা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ত্মিক সাধনা ও ধর্মানুষ্ঠানের কার্যসমূহে বেগম সফীয়া খাতুনের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সফীয়া নিজেও ধর্মীয় নীতি বিধানগুলিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। একমাত্র সফীয়াই মওলানা সাহেবের যোগ্যা পাত্রী ছিলেন একথা বলাই বাহুল্য। মোটের উপর তাঁহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি সর্ব বিষয় পূর্ণ সহানুভূতির কারণে তাঁহারা এক সোনার সংসার গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ইহ-জগতেই স্বর্গ শান্তি উপভোগ করার সৌভাগ্য তাঁহারা লাভ করিয়াছিলেন।

বেগম সফীয়ার দ্বীনদারী, পরহেযগারী, বদান্যতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিবরণ কিংবদন্তী হিসাবে প্রতিবেশিনীদের মধ্যে রক্ষিত থাকিবে। বিশেষ করিয়া তিনি ছিলেন পর্দা পুশিদায় আদর্শ স্থানীয়া। শরীআতের নীতি বিধান যাহাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকা আবশ্যক তাহাদের মধ্যে কেহ কোন দিনও তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা বশীরুদ্দীনের ভ্রাতা হাসান আলী বলিয়াছেন;

"একই বাড়ীতে ২৫।৩০ বৎসর বাস করিয়াও আমি কোন দিন বেগম-সফীয়া খাতনকে দেখিতে পাই নাই। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি কিরূপ ছিল সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।"

ইহাতে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, বেগম সফীয়া ধর্মীয় অনুশাসনকে কিরূপ মানিয়া চলিতেন। তিনি ধর্মীয় বিধি নিষেধের ব্যাপারে জ্ঞানতঃ জীবনের সর্বাবস্থায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীনের নিকট হইতে শিক্ষা সমাপ্তির পর সম্ভবতঃ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মওলানা বশীরুদ্দীন উচ্চ শিক্ষা লাভের মানসে চট্টগ্রামে মওঃ খলীলুর রহমান ইসলামাবাদীর নিকট গমন করেন। মওলানা খলীলুর রহমান ছিলেন শয়খুলকুল মিয়া সাহেব হযরত মওলানা সৈয়দ নযীর হোসাইন মুহাদ্দিস দেহলভীর (রহঃ) সুযোগ্য ছাত্র। মওলানা খলীলুর রহমান মুহাদ্দিসের নিকট তিনি কয়েক বৎসর খালেস কোরআন ও হাদীসের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কর্মজীবনে অবতীর্ণ হন।

মওলানা বশীরুদ্দীনের মধ্যে তাঁহার যোগ্য পিতার নেক খাসলতগুলি বিদ্যমান ছিল। তদুপরি অধ্যয়নরত অবস্থায় দীর্ঘদিনের সাহচর্যের ফলে মিয়া সাহেব মুন্সী নাসিরুদ্দীন ও মওলানা খলীলুর রহমান ইসলামাবাদীর ন্যায় দুইজন সাধক মনীষীর বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ঘটিয়াছিল পূর্ববর্তী বুজর্গানের অসাধারণ গুণাবলীর অধিকারী হইয়া তিনি কর্মজীবনে যে অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়ার যোগ্য।

এই দীন লেখক মওলানা বশীরুদ্দীনের শেষ দশ বৎসরের জীবন স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছে। লেখকের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা ও নির্ভযোগ্য সূত্রের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, মওলানা বশীরুদ্দীন তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্ম জীবনের শেষ চল্লিশটি বৎসর খালেস কোরআন ও হাদীসের সেবায় উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দিবা রাত্রির প্রাত্যহিক কর্মসূচী ছিল নিম্নরূপ:

তাঁহার বাড়ীতে ছিল জামে' মসজিদ। তিনি মসজিদে জামাআতের সহিত ফজরের নামায পড়িতেন। নামায বাদ নির্দিষ্ট তসবীহ তহলীল পাঠ করিতে করিতে সূর্যোদয় হইত। সূর্যোদয়ের পর এশরাকের নামায পাঠান্তে মসজিদে বসিয়াই এক ঘণ্টাকাল কোরআনে মজীদ তেলাওত করিতেন। তৎপর আন্দরে গমন করিয়া প্রাতঃভোজন সমাধা করতঃ পুনরায় মসজিদে পৌঁছিয়া চাশতের নামায আদায় করিতেন। অতঃপর মসজিদে বসিয়া হাদীস ও তফসীর মোতালাআয় মনোযোগ দিতেন এবং এই অবস্থায় দিনের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে মসজিদ হইতে বাহির হইয়া গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কার্য সমাধা করিয়া জামাআতের সহিত যোহরের নামায আদায় করিতেন। নামায শেষে কিছু ক্ষণের জন্য আন্দরে গমন করিতেন, পুনরায়

www.ahlehadeethbd.org

মসজিদে আগমন করিয়া আসর পর্যন্ত আবার কোরআন ও হাদীসের মো'তালাআয় মশগুল থাকিতেন। অতঃপর জামাআতের সহিত আসরের নামায অন্তে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রয়োজন বোধে সংসারের কিছু কাজ কর্ম করিতেন। কখনো পড়শীদের খোঁজ খবর নিতেন এবং তাহাদিগকে সদোপদেশ দিতেন। সূর্যাস্তের পর মসজিদে গমন করিয়া জামাআতের সহিত মগরেবের নামায আদায় করিতেন। ফরয নামায সমাধা করিয়া বাসগৃহে পৌছিতেন এবং সুনন, নওয়াফেল ও অন্যান্য ওযীফা সমাধা করিয়া আহারান্তে কিছু ক্ষণ গৃহে অবস্থান করিতেন এবং পরিবারের লোকদিগকে উপদেশ দিতেন। এশার আযান হইলে মসজিদে যাইয়া জামাআতের সহিত নামায আদায় করতঃ দোআ অন্তরে যাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িতেন। দুই তৃতীয়াংশ রাত্রি অতিবাহিত হইলে গাত্রোত্থান করিতেন এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হইতেন। এই ভাবে ফজর পর্যন্ত ইবাদত ও মোনাজাতে মশগুল থাকিতেন। এই হইল তাঁহার বাড়ীতে থাকাকালীন কর্মব্যস্ততার সময়ে তাঁহার ইবাদতের সাধারণ স্বরূপ।

যখন তিনি রোযাদার থাকিতেন কিংবা বাড়ী ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতেন তখন ইচ্ছামত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশ্‌গুল থাকিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। রমযান শরীফে তিনি পূর্ণ সাধক বনিতেন। জীবনের শেষ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে তিনি কখনও এ'তেকাফ তরক করেন নাই। কুমিল্লা যিলার বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি পদব্রজে গমন করিয়া জনগণকে নসীহত করিতেন। যে কোন মানুষ তাঁহাকে দেখিলে ভক্তি শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিত। আর সকলেই থাকিত তাঁহার নিকট অবনত।

যে সকল হানাফী ভাইগণ আহ্‌লে হাদীসের নামও শুনিতে পারে না, আহ্‌লে হাদীসের পিছনে দায়ে ঠেকিয়া নামায পড়িলেও আবার দোহ্‌রাইয়া পড়িতে অভ্যস্ত ছিল তাহারাও মওলানা বশীরুদ্দীনকে সম্মান না করিয়া পারিত না। মওলানা সাহেব এই ধরণের মুকাল্লিদ-মহল্লায় যদি কখনো পৌঁছিতেন তাহা হইলে তাঁহাকে আহলে হাদীস জানা সত্ত্বেও তাহারা ইমামতী করিতে অনুরোধ করিত এবং তাঁহার সামনে ইমামতী করিতে কেহই পসন্দ করিত না। তাঁহার পিছনে নামায পড়িয়া এতই তৃপ্তি পাইত যে, তাহারা বলিত, "মৌঃ বশীরুদ্দীনের পিছনে নামায পড়িলে মনে হয় যেন আল্লাহ্‌ কবুল করিয়াছেন।"

হিন্দু লোকেরা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিত না। তাহারা বলিত "মওলানা বশীরুদ্দীন একজন দেবতা"। আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, বিরাট প্রভাব প্রতিপত্তিশালী হিন্দু জমিদার বাবুরা তাঁহাকে দেখিলে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেন। বৃটিশ আমলে যখন হিন্দুদের ছিল প্রাধান্য, বড় মহাজনেরা মুসলমানদেরকে অবহেলার চক্ষে দেখিত তাহারা ও নিজেদের দেবতার ন্যায় মওলানা বশীরুদ্দীনের সম্মান করিত। জাতি-দল-নির্বিশেষে তাঁহাকে মানুষ যে সম্মানের নযরে দেখিত এ যুগে এরূপ সম্মানের পাত্র অপর কেহ আছেন বলিয়া আমার জানা নাই। মওলানা সাহেবের প্রশংসায় অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছে যাহার উধৃত দেওয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে সম্ভবপর নহে। কেহ কেহ বলিত যে, "মওলানা বশীরউদ্দীনকে দেখিলে মনে হয় যেন আল্লাহ পাক কোনও ফেরেশতাকে মানব জাতির হেদায়তের জন্য সদ্য আকাশ হইতে অবতীর্ণ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত মন্তব্যগুলিকে অবশ্য অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে করা স্বাভাবিক এ সকল মন্তব্যগুলির দ্বারা নিঃসন্দেহে তাঁহার সাধুতা ও মনীষা প্রকটিত হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র খালেস মুয়াহ্‌হিদ বান্দা, রসূলে করীমের সুন্নতের একনিষ্ঠ অনুসারী ভক্ত ও অনুরক্ত এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত আদর্শের খাঁটি আদর্শবাদী। তাঁহার আবিলতামুক্ত কর্মজীবন দ্বীনদার ও পরহেযগার জনমণ্ডলীর জন্য একটি চমৎকার ও অনাবিল আদর্শ হিসাবে বরনীয় ও স্মরনীয় থাকিবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মওলানা বশীরুদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল ও আল্লাহ্ তাআলার উপর নির্ভরশীল। তাঁহার অসামান্য ও অসাধারন ধৈর্য্য ও সহনশীলতার নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার জীবনের অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক কয়েকটি ঘটনা এখানে অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

আবদুল হান্নান নামে তাঁহার এক পুত্র সন্তান ছিল। মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় হঠাৎ একদিন কলেরা হইয়া সে বাড়ী আসে এবং কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু ঘটে। ছেলের মৃত্যু হওয়া মাত্রই মওলানা সাহেব কোরআনের নির্দেশ মতে অযু করিয়া নামাযে দাঁড়াইলেন। নামা শেষে মোনাজাত করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ্, বাহ্যদৃষ্টিতে পুত্র বিয়োগ আমার জন্য দুঃখের কারণ হইলেও ইহাতে নিশ্চয়ই কোন না কোন মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, এই অকিঞ্চন তোমার দরবারে সেই মঙ্গলের প্রত্যাশী এবং সর্বতোভাবে তোমার উপর নির্ভরশীল। অতঃপর সকলকে শান্তনা ও প্রবোধ দিয়া ছেলের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিলেন। বাহ্য-দৃষ্টিতে তাঁহাকে শোকাকুল বলিয়া মনে করা দুঃসাধ্য ছিল।

আবদুছ্ ছালাম নামক তাঁহার অপর এক যুবক সুসন্তান ছিল। পরিণত বয়সে তাহাকে বিবাহ করাইলেন। বিবাহের কয়েক মাস পরেই তাহার ভীষণ জ্বর হয়। অসুখে কাতর হইয়া আবদুছ্ ছালাম একদা বসিয়া বসিয়া নামায পড়িতেছিলেন। নামায পড়া অবস্থায় একবার সেজ্‌দায় পড়িল আর উঠিল না। অনেকক্ষণ পর মওলানা সাহেবের বড় জামাতা মৌলভী আবদুর রহমান মাষ্টার মোসাল্লায় যাইয়া আবদুছ্ ছালামকে ধরিয়া বলিলেন; "আবদুছ্ ছালাম আর ইহ-জগতে নাই"। এত্‌দশ্রবণে মওলানা সাহেব ধীর স্থীরভাবে বলিলেন; "আপনারা ধৈর্যহারা হইবেন না' আমার আবদুছ্ ছালাম নামাযে সেজ্‌দার অবস্থায় আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। আল্লাহ্ তাহাকে কবুল করিয়াছেন। তাহার জীবন সার্থক ও সফল। তাহার সাফল্যের কতটা অংশ আমাদেরও অছে যদি আমরা ধৈর্য্যশীল হইতে পারি।" অতঃপর তিনি অযু করিয়া নফল নামায ও মুনাজাত সমাধা করিয়া যথা নিয়মে মৃতপুত্রের কাফন দাফনের কার্য সমাধা করিলেন।

তাঁহার জীবদ্দশাতেই এইরূপ অপ্রাপ্ত ও অপরিণত বয়সে তাঁহার কয়েকজন পুত্রকন্যা পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রীর মৃত্যু ঘটিয়াছে। সেই শোকাবহ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিতেই তিনি ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অতুলনীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। আল্লাহর মর্জির উপর সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট ও রাযী থাকাই ছিল তাঁহার স্বভাব ও নৈতিক কর্তব্য। যত বড় জটিল সমস্যাই হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই তাঁহার বিভ্রান্তি ঘটে নাই। তিনি ছিলেন এত্তেবায়ে সুন্নতের মূর্ত প্রতীক। রসুলে করীম (দঃ) কর্তৃক ব্যবস্থিত ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কর্তৃক অনুসৃত পূণ্যময় আদর্শগুলিকে নিজের জীবনে প্রতিপালন করা এবং সেই আদর্শে আদর্শবাদী হওয়াই ছিল তাঁহার কর্মময় জীবনের মহান ব্রত।

মওলানা বশীরুদ্দীন ছিলেন মুস্তাজাবুদ্‌দাওয়াত। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, তিনি জীবনে যতবার এস্তেস্‌কার নামায পড়িয়াছেন প্রত্যেক বারেই বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে।

মওলানা বশীরুদ্দীনের শিষ্য শাগ্‌রেদ ছিল অনেক। যাঁহারা তাঁহার দরসে অংশ গ্রহণ করার গৌরব অর্জন করিয়াছেন তাঁহারাই হইয়াছেন ধন্য এবং অপরাপর জনসাধারণের জন্য আদর্শ স্থানীয়। যাঁহারা কিছু দিন অতিবাহিত করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে তাঁহারাই তাঁহার পূণ্য সংস্পর্শে লাভ করিয়াছেন নূতন জীবন। তাঁহার পূণ্যময় সংস্পর্শ ছিল দীনদারী ও পরহেযগারীর জন্য সৌভাগ্যস্পর্শমণি। তাঁহার নিকট শুধু পাঠ্য শিক্ষাই ছিলনা আমলের শিক্ষক হিসাবেও ছিলেন তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিশেষ বিশেষ কিছু সংখ্যক ছাত্র আজও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্ব স্ব এলাকায় উজ্জ্বল নক্ষত্রসম প্রদীপ্ত থাকিয়া মরহুম মওলানা সাহেবের আদর্শ বহন করিতেছেন।

মওলানা বশীরউদ্দীনের আখ্‌লাক আদাত ও বিনম্র ব্যবহারে সকলেই ছিল তাঁহার বশীভূত। তাঁহার বিশেষ বিশেষ আদাত-আখ্‌লাক ও ব্যবহারের কথা আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতেও উহা কিংবদন্তি হিসাবে রক্ষিত থাকিবে।

কাজিয়াতল গ্রামখানা খুব নীচু ভূমি। বর্ষায় জলমগ্ন থাকে। সন ১৯৫৫ ইংরেজী—মোতাবেক ১৩৬২ বাংলার ঐতিহাসিক প্লাবনে বাড়ীঘর সবই ছিল পানির নীচে। মাচার উপর থাকিয়া মানুষ দিন কাটাইত। মওলানা বশীরুদ্দীন তখন অন্তিম শয্যায় শায়িত। তাঁহার এই অবস্থায় তাঁহাকে বাড়ী হইতে স্থানান্তরিত করিয়া উঁচু অঞ্চলে তাঁহার থাকার ব্যবস্থা করাই ছিল সকলের সিদ্ধান্ত। স্থীর হইল যে, তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা মওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেবের বাড়ী কোরপাই-এ অবস্থান করিবেন। মওলানা আবদুর রাজ্জাক শেষ সময়ে শশুরের খেদমতকে গণীমত মনে করিলেন।

যে দিন তিনি জন্মভূমি কাযীয়াতল হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন সে দিন গ্রামের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলের প্রাণেই এক নিদারুণ আঘাতের সঞ্চার হয়। তিনি গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে যে সকল বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপদেশে ভরপুর। বিদায় হজ্জ প্রসঙ্গে রসূলে করীম (দঃ) যে খোৎবা প্রদান করিয়াছিলেন আরবী ভাষায়, মওলানা বশীরুদ্দীনের কথাগুলি ছিল উহারই অনুবাদ।

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া তিনি যথা সময়ে কোরপাই পৌঁছিলেন। পনের দিন পর্যন্ত তিনি মেয়ে-জামাই কতৃক বিশেষভাবে অভ্যর্থিত হন। অবশেষে ১৯৫৫ ইং মোতাবেক বাং ১৩৬২ ১০ই ভাদ্র রবিবার বেলা ১ ঘটিকার সময় এই আদর্শ-মনীষী কোরপাই মওলানা আবদুর রাজ্জাক সাহেবের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে এই দীন লেখকও উপবিষ্ট ছিল।

অনবরত বৃষ্টি থাকার কারণে তাঁহাকে মৃত্যু দিবসে সমাহিত করা সম্ভব হয় নাই। পরদিন ২০শে ভাদ্র সোমবার বেলা ২ ঘটিকায় কাকিয়ারচর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে বিপুল সমারোহে তাঁহার জানাযা পাঠ করার পর কাকিয়ারচরের অধিবাসী মওলানা সাহেবের মধ্যম জামাতা মওলানা নওয়াব আলী সাহেবের ওয়ালেদে মাজেদের কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

মওলানা আবুল মুযাফ্‌ফর মোহাম্মদ হুসাইন সাহেবের মুখে শুনিয়াছি যে, মরহুম হযরতুল আল্লামা মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী (দঃ) তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "মওলানা বশীরুদ্দীনের ন্যায় কোরআন মজীদের খালেস মুআল্লিম বর্তমান যুগে দুর্লভ। এই যমানায় যাহারা আলেম হইয়া আসিবেন আমার বিবেচনায় তাঁহারা একবার মওলানা বশীরুদ্দীনের নিকট শুধু কোরআনে মজীদের অনুবাদ পড়িয়া লওয়া উচিত, আর ইহা হইবে তাঁহাদের জন্য অমূল্য সম্পদ।" (রহমাতুল্লাহে আলাইহিম)

www.ahlehadeethbd.org

যিক্‌র্

—শইখ আবদুর্‌রহীম

প্রথম পরিচ্ছেদ

'যিক্‌র্'-এর ব্যাখ্যা ও তাহার প্রকার-ভেদ

'যিক্‌র্' শব্দের মূল অর্থ 'উল্লেখ'। শারী-'আতের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলাকে মনে মনে স্মরণ করাকে যেমন 'যিক্‌র্' বলা হয়, সেই রূপ আল্লাহ তা'আলার তা'রীফ ও প্রশংসা করা, তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করা এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাকেও 'যিক্‌র' বলা হয়।

যিক্‌র দুই প্রকার—যিক্‌র খাফী বা গোপন যিক্‌র এবং যিক্‌র জালী বা প্রকাশ্য যিক্‌র।

যিক্‌র খাফী—

কোন মুমিন আল্লাহ তা'আলাকে সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়া কোন পাপ কাজ করিতে উদ্যত হইবার কালে যদি তাহার মনে আল্লাহ তা'আলার কথা উদিত হওয়ায় সে ঐ পাপ কাজ সম্পাদনে বিরত হয় তবে তাহার মনে আল্লাহ তা'আলার এই স্মরণ উদয় হওয়াকে যিক্‌র-খাফী বলা হইবে।

সেইরূপ, কোন মুমিন আল্লাহতা'আলাকে সাময়িক ভাবে ভুলিয়া গিয়া কোন পাপ কাজ সম্পাদন করিবার পরে যদি তাহার মনে আল্লাহ তা'আলার কথা উদয় হওয়ায়, সে ঐ পাপ কাজের জন্য আন্তরিক ভাবে দুঃখিত হয়, অনুতাপ অনুশোচনা করে এবং উহার প্রতিবিধানে লিপ্ত হয় তবে তাহার মনে আল্লাহ তা'আলার এই স্মরণ উদয় হওয়াকেও যিক্‌র-খাফী বলা হইবে।

আবার আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা-ব্যঞ্জক বাক্য নিম্ন স্বরে উচ্চারণ করাও যিকর-খাফীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

যিক্‌র্ জালী—

মানুষ অপর লোকের সহিত সাধারণতঃ যে স্বরে কথাবার্তা বলিয়া থাকে এবং সে সাধারণতঃ যে স্বরে কুর্‌আন মজীদ তিলাওৎ করিয়া থাকে সেই স্বরে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা-বোধক বাক্য উচ্চারণ করাকে যিক্‌র-জালী বলা হয়। আযান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার অপরাপর প্রশংসা-জ্ঞাপক বাক্য সাধারণ স্বর অপেক্ষা অধিক উচ্চ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে আল্লাহ তা'আলাও নিষেধ করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ সঃ-ও নিষেধ করিয়াছেন।

সূরা বানী ইসরাঈলের শেষের দিকে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا

وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا .

"নামাযে চীৎকার করিয়াও তিলাওৎ করিও না এবং নিম্ন স্বরেও তিলাওৎ করিও না। বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর।"

নামাযের মধ্যে যাহা কিছু তিলাওৎ করা

www.ahlehadeethbd.org

হয় তাহা নিঃসন্দেহে 'যিকর' এর পর্যায়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতি উচ্চ স্বরে যিকর করা নিষিদ্ধ ও হারাম।

তারপর সূরা অ'ল-বাকারার ১৮৬ নং আয়া'তে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وإذا سألك عبادي عني فإني قريب

"[হে রাসূল,] আমার বান্দা'রা আমার অবস্থান সম্বন্ধে যখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিয়াছে তখন জানিয়া রাখুন, নিশ্চয় আমি নিকটবর্তী।"

ইহা হইতেও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অতিরিক্ত উচ্চ স্বরে যিকর করা অন্যায়।

এ সম্পর্কে একটি হাদীস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুস'লিম গ্রন্থদ্বয়ে আবূ মূসা আশ'আরী রাঃ-র যবানী বর্ণিত হইয়াছে যে,

রাসূলুল্লাহ সঃ যখন খাইবার অভিযানে যান তখন সাহাবীদের কেহ কেহ এক উপত্যকা পার হইবার সময়ে 'আল্লাহু আকবার—লাইলাহা ইল্লাল্লা'হ' বলিয়া অতি উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। তাহাতে রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

أيها الناس اربعوا على أنفسكم

فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم

تدعون سميعا بصيرا قريبا وهو معكم

"হে লোকগণ, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হইয়া উচ্চ চীৎকার হইতে ক্ষান্ত হও। ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা কোন বধিরকে অথবা কোন অনুপস্থিতকে আহ্বান করিতেছ না। বরং ইহা নিশ্চিত যে, তোমরা এমন একজন শ্রবণকারী, দর্শনকারী, নিকটবর্তীকে আহ্বান করিতেছ যিনি তোমাদের সঙ্গেই রহিয়াছেন।"

এই আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র মু'মিন-মুসলিম দুই ভাবে করিতে পারে। (এক) নিম্ন স্বরে; এবং (দুই) নিজের স্বাভাবিক সাধারণ স্বরে। সাধারণ স্বর অপেক্ষা অত্যধিক উচ্চ স্বরে যিকর করা কুর্'আন ও হাদীসের খিলাফ হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
'যিকর'-এর ফাযীলাত

'যিকর'-এর ফাযীলাত সম্বন্ধে কুরআন কারীম—

আল্লাহ তা'আলা সূরা আল্‌-বাকারার ১৫২ নং আয়াতে বলেন,

فاذكروني اذكركم

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর—আমার গুণ বর্ণনা কর। তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে স্মরণ করিব—প্রশংসার সহিত তোমাদের উল্লেখ করিব।"

'যিকর'-এর ফাযীলাত সম্পর্কে হাদীস—

১। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেনঃ

يقول الله : انا عند ظن عبدي بي، وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه، وان تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولة.

তরজমা: আল্লাহ বলেন, আমার সম্বন্ধে আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আমি তাহার প্রতি আচরণ করিয়া থাকি[১] এবং সে যখন আমাকে স্মরণ করে ও আমার গুণগান করে তখন আমি [রহমত ও তওফীক সহকারে] তাহার নিকটে থাকি অনন্তর, সে যদি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে তবে আমি মনে মনে তাহাকে স্মরণ করি; এবং সে যদি কোন জামা'আতের মধ্যে আমার গুণগান করে তাহা হইলে ঐ জামা'আতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক জামা'আতের মধ্যে আমি তাহার উল্লেখ করিয়া থাকি।[২] তারপর, কোন বান্দা যদি

১। আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা লাভের আশা রাখিবার জন্য এই অংশে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যাকার 'কিরমানী' বলেন, যে মুসলিম ক্ষমার ধারণা রাখিবে সে ক্ষমা পাইবে এবং যে মুসলিম শাস্তির ধারণা রাখিবে সে তাহাই পাইবে।

২। এই অংশের ব্যাখ্যা দুই ভাবে করা হইয়াছে। (এক) যে মুসলিম গোপনে আল্লার যাদ ও গুণগান করে আল্লাহ তাহাকে এমন ভাবে স্মরণ রাখেন যাহা অপর কেহই জানিতে পারে না। আর কোন মুসলিম যদি কোন মুসলিম জামা'আতের মধ্যে আল্লার গুণগান করে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা ফিরিশতার দলবিশেষের সামনে ঐ মুসলিমের নেক নাম করিয়া থাকেন। (দুই) যে মুসলিম গোপনে আল্লার যাদ ও গুণগান করে, উহার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঐ মুসলিমকে গোপনে পুরস্কৃত করিবেন আর কোন মুসলিম যদি প্রকাশ্যে আল্লার গুণগান করে তাহা হইলে উহার জন্য আল্লাহ তা'আলা ঐ মুসলিমকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হইয়া আসে তবে আমি তাহার দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া থাকি; সে যদি আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হইয়া আসে, তবে আমি তাহার দিকে এক ব্যাম অগ্রসর হইয়া থাকি; এবং সে যদি সাধারণ গতিতে চলিয়া আমার নিকটে আসে তবে আমি তাহার দিকে দ্রুত বেগে ধাবিত হই।৩ [বুখারী, তাওহীদ, পৃ: ১১০১; মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৩৪১ পৃঃ; তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন-মাজা।]

২। আবু হুরাইরা ও আবু সা'ঈদ খুদরী রাঃ সাক্ষ্য দেন, নবী সঃ বলিয়াছেন,

لايقعد قوم يذكرون الله الا

حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة

ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله

فى من عنده .

তরজমা: যে কোন মুস্‌লিম দলই একত্রে বসিয়া আল্লার যিক্‌র করে তাহাদিগকেই ফিরিশ্‌তার দল ঘিরিয়া ফেলেন; তাহাদিগকেই আল্লার রহমত আচ্ছন্ন করে; তাহাদেরই প্রতি শান্তি নাযিল হয় এবং আল্লার নিকট যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সামনে আল্লাহ ঐ দলের লোকের উল্লেখ করেন। [মুসলিম, যিক্‌র, ২য় খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ, তিরমিযী ও ইব্‌ন-মাজা।]

৩। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন:

ان لله ملائكة يطوفون فى الطرق

يلتمسون اهل الذكر، فاذا وجدوا قوما

يذكرون الله تنادوا : هلموا الى حاجتكم،

قال : فيحفونهم باجنحتهم الى السماء

الدنيا، قال : فيسألهم ربهم وهو اعلم

منهم "مايقول عبادى ؟" قال : يقولون

"يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك

ويمجدونك" قال : فيقول " هل

رأونى ؟" قال : فيقولون : "والله

ماراوك" قال : فيقول "كيف لوراونى ؟"

قال : يقولون "لوراوك كانوا اشد لك

عبادة واشد لك تمجيدا واكثر لك

৩। অংশটির তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দার প্রতি রহ্‌মাত করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলার প্রতি বান্দার সামান্য ভালবাসা, সামান্য আন্তরিকতা ও ভক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে দিগুণ চতুর্গুণ পুরস্কার দিয়া থাকেন।

Contents

فلان ليس منهم، انما جاء لحاجة"—

قال: هم الجلساء لا يشقى جليسهم"—

তরজমা: ইহা নিশ্চিত যে, আল্লার এমন ফিরিশ্‌তা দল রহিয়াছে যাহারা 'আহলুয্-যিকর' দের সন্ধানে পথে পথে চক্কর দিয়া বেড়ান। অনন্তর, তাহারা যখন মানুষের কোন দলকে আল্লার যিক্‌র করিতে দেখিতে পায় তখন তাহারা একে অপরকে ডাক দিয়া বলে, "তোমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপারের দিকে এস।" অনন্তর, ঐ ফিরিশ্‌তাগণ নিজ ডানা দ্বারা আহলুয্-যিক্‌র্‌দিগকে আসমান অবধি ঘিরিয়া ফেলে। তারপর, ঐ ফিরিশ্‌তাদের রব্ব আহলুয যিক্‌র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ ফিরিশ্‌তাদেরে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার বান্দারা কী বলে?" ফিরিশ্‌তাগণ বলেন, 'উহারা আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করে; আপনার মর্যাদা বর্ণনা করে; আপনার প্রশংসা করে এবং আপনার মহত্ব প্রচার করে।" অনন্তর আল্লাহ বলেন, "আমাকে কি উহারা দেখিয়াছে?" তাহারা বলে, "না; আল্লার কসম, উহারা আপনাকে দেখে নাই।" আল্লাহ বলেন, "উহারা যদি আমাকে দেখিত তবে কেমন হইত?" তাহারা বলে, "উহারা যদি আপনাকে দেখিত তাহা হইলে উহারা আপনার 'ইবাদতে অধিকতর কঠোর, আপনার মহত্ব বর্ণনায় অধিকতর দৃঢ় এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণায় অধিকতর রত হইয়া উঠিত।" অনন্তর, আল্লাহ বলেন, "উহারা কী চাহিতেছে?" তাহারা বলে, "উহারা আপনার নিকটে জান্নাত চাহিতেছে।" আল্লাহ বলেন, "উহারা কি তাহা দেখিয়াছে?"

تسبيحا"—قال: يقول "فما يسئلون؟"

قالوا "يسئلونك الجنة" قال: يقول

"وهل رأوها؟" قال: يقولون "لا والله

يارب ما رأوها"—قال: يقول "فكيف

لو انهم رأوها؟" قال: يقولون "لو

انهم رأوها كانوا اشد عليها حرصا

واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة"

قال: "فمما يتعوذون؟" قال: يقولون

"من النار"—قال: يقول "وهل رأوها

قال: يقولون "لا والله يارب ما رأوها"—

قال: يقول "فكيف لو رأوها؟" قال:

فيقولون "لو رأوها كانوا اشد منها

فرارا واشد لها مخافة"—قال: فيقول

"فاني اشهدكم اني قد غفرت لهم"

قال: يقول ملك من الملائكة "فيهم

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাহারা বলে, "না"—আল্লার কসম, হে রব্ব! উহারা তাহা দেখে নাই।" তখন আল্লাহ বলেন, "উহারা যদি তাহা দেখিয়া থাকিত তবে কেমন হইত?" তাহারা বলে, "উহারা যদি জান্নাত দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে উহারা তাহার আকাঙ্খায় অধিকতর তীব্র, তাহার প্রার্থনায় অধিকতর ব্যগ্র এবং তাহার বাসনায় অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিত।" তারপর, আল্লাহ বলেন, "আচ্ছা, উহারা কোন্ বস্তু হইতে রক্ষা চাহিতেছে?" তাহারা বলে, "[জাহান্নামের] আগুন হইতে।" তিনি বলেন, "উহারা কি তাহা দেখিয়াছে?" তাহারা বলে, "না,—আল্লার কসম, হে রব্ব! উহারা তাহা দেখে নাই।" আল্লাহ বলেন, "উহারা যদি তাহা দেখিয়া থাকিত তবে কেমন হইত?" তাহারা বলে, "উহারা যদি তাহা দেখিয়া থাকিত, তাহা হইলে উহারা তাহা হইতে দূরে থাকিবার জন্য অধিকতর ব্যাকুল এবং তাহার ভয়ে অধিকতর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত।"

অতঃপর আল্লাহ বলেন, "আমি তোমাদিগকে নিশ্চিত ভাবে সাক্ষী রাখিতেছি যে, আমি তাহাদিগকে নিশ্চয় ক্ষমা করিলাম।" ঐ সময়ে ফিরিশ্তাদের মধ্য হইতে একজন ফিরিশ্তা বলে, "উহাদের মধ্যে অমুক লোকটি উহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—সে কোন প্রয়োজনে সেখানে আসিয়াছিল।" আল্লাহ তা'আলা বলেন, "উহারা এমন এক দলের সভ্য যে, উহাদের কোনও সহচর দুর্ভাগা থাকিতে পারে না।"—বুখারী যিকরুল্লাহ— ৯৪৮ পৃঃ। মুসলিম ও তিরমিযী।

৪। আবূ মূসা রাঃ বলেন, নবী সঃ বলিয়াছেন:

مثل الذى يذكر ربه والذى لايذكر ربه مثل الحى والميت ٥

তরজমা: যে ব্যক্তি তাহার রব্বের যিক্র করে এবং যে ব্যক্তি তাহার রব্বের যিক্র করে না, তাহাদের উপমা জীবিত ও মৃতের অনুরূপ। —বুখারী—যিক্রুল্লাহ—৯৪৮ পৃঃ। মুসলিম।

৫। আবূ হুরাইরা রাঃ বর্ণনা করেন যে, [একদা] রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন:

سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.

তরজমা: "একনিষ্ঠ লোকগণ অগ্রগামী হইয়া চলিল।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রাসূল, একনিষ্ঠ লোক কাহারা?" তিনি বলেন, "অধিক পরিমাণে আল্লার যিক্রকারী পুরুষ লোকেরা ও যিক্রকারিনী স্ত্রীলোকেরা।"-মুসলিম।

سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال: المستهترون فى ذكر الله يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون يوم القيمة خفافا.

রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "একনিষ্ঠগণ অগ্রগামী হইল।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রাসূল,

www.ahlehadeethbd.org

একনিষ্ঠ কাহারা ?" রাসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আল্লার যিক্‌রে নিমগ্ন যাহারা। যিকর তাহাদের পাপের বোঝাগুলিকে তাহাদের ঘাড় হইতে অপসারিত করিতে থাকে। ফলে, তাহারা কিয়ামত-দিবসে হাল্‌কা অবস্থায় আসিবে।—তিরমিযী।

৬। বুস্‌র-তনয় 'আবদুল্লাহ রাঃ বলেন :

ان رجلا قال : يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت على فاخبرلى بشيء اتشبث به قال : لايزال لسانك رطبا من ذكر الله .

একদা এক জন লোক বলিল, "আল্লার রাসূল, ইসলামের বিভিন্ন প্রকার নফল ইব'দত এক যোগে সম্পাদন করা আমার পক্ষে [এত] অধিক হইয়া উঠিয়াছে [যে, সবগুলি সম্পাদন করিতে আমি অক্ষম]। অতএব, আপনি তাহা হইতে এমন কিছু [বাছাই করিয়া] আমাকে বলিয়া দিন যাহা আমি ধরিয়া থাকিতে পারি।" ইহাতে রাসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, "তোমার জিহ্বা যাহাতে সর্বদা আল্লার যিক্‌রে সজীব হইয়া থাকে তাহাই কর।"—তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজা।

৭। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا : يا رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر .

তরজমা "তোমরা যখন জান্নাতের বাগান-গুলি [লাভ করিবার স্থান সমূহ] অতিক্রম কর তখন তোমরা ঐ স্থানসমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া পানাহার কর।" সাহাবীগণ বলেন, "আল্লার রাসূল, জান্নাতের বাগানগুলি কী ?" তিনি বলেন, "যিক্‌র-এর হাল্‌কা বা মজলিসগুলি।" —তিরমিযী

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ একদা বলিলেন :

اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قلت : وما رسول الله وما رياض الجنة ؟ قال : المساجد قلت : وما الرتع يا رسول الله ؟ قال : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر .

তরজমা "তোমরা যখন জান্নাতের বাগান-গুলি [লাভ করিবার স্থানসমূহ] অতিক্রম কর তখন তোমরা ঐ স্থানসমূহে পরিতৃপ্ত হইয়া পানা-হার কর।" আমি বলিলাম, "আল্লার রাসূল, জান্নাতের বাগানগুলি কী ?" তিনি বলিলেন, "মসজিদগুলি।" আমি বলিলাম, "আল্লার রাসূল আর পরিতৃপ্ত পানাহার কী ?" তিনি বলিলেন, "সুবহানাল্লাহ, আল্‌হামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার।" ৪—তিরমিযী।

৪। হাদীস দুইটিতে দেখা যায় যে, রসূলুল্লাহ সঃ একবার 'যিকর-মজলিসকে' এবং আর একবার 'মসজিদকে' জান্নাতের উদ্যান বলিয়া উল্লেখ করেন। এই উক্তিদ্বয়ের সমন্বয় সম্পর্কে আলিমগণ বলেন :

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন :

من صلى الفجر فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كاجر حجة وعمرة تامة تامة تامة ٥

"যে ব্যক্তি ফজর নামায জামা'আতে সম্পাদন করে; তারপর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া থাকিয়া আল্লার যিক্‌র করিতে থাকে: তারপর [সূর্যোদয়ের পরে] দুই রাক্‌আত নামায আদা করে সে পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ এক হজ্জ ও এক 'উমরার সওাব লাভ করে।"—তিরমিযী।

৯। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ একদা বলেন :

لان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلوة الغداة حتى تطلع الشمس احب الى من ان اعتق اربعة من ولد اسمعيل ولان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلوة العصر الى ان تغرب الشمس احب الى من ان اعتق اربعة .

"ইসমা'ঈল বংশীয় চারি জন গোলামকে আমি আযাদ করি—ইহা অপেক্ষা আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় এই যে, আমি সকালের নামায হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত ঐ দলের সহিত বসিয়া থাকি যে দল আল্লাহ তা'আলার যিক্‌র করিতে থাকে। সেইরূপ [ইসমাঈল বংশীয়] চারি জন গোলামকে আমি আযাদ করি—ইহা অপেক্ষা আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় এই যে, আমি আসর নামায হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঐ দলের সহিত বসিয়া থাকি যে দল আল্লাহ তা'আলার যিকর করিতে থাকে।"—আবূ দাউদ। —ক্রমশঃ

যে রিওায়াতটিতে মসজিদের উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতে ইহাও রহিয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ 'জান্নাতের উদ্যানে পরিতৃপ্ত পান-ভোজনের' স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া 'সুব্‌হানাল্লাহ……আল্লাহু আকবর' রূপ 'যিক্‌র'-এর উল্লেখ করেন। আর যিকরাদির জন্য মসজিদ অবধারিত নয়—কাজেই 'জান্নাতের উদ্যান' বলিতে নিঃসন্দেহে 'যিকর-মজলিসই' বুঝায়। অপর রিওায়াতটিতে সম্ভবতঃ দুই কারণে মসজিদের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(এক) রসূলুল্লাহ সঃ-র যমানায় সাহাবীদের বাড়ী ঘরে স্থানাভাব বশতঃ তাঁহারা সাধারণতঃ মসজিদেই নফল ইবাদত, তসবীহ-তিলাওৎ ইত্যাদি যিক্‌রাদি করিয়া থাকিতেন। এই কারণে ঐ রিওায়াতটিতে যিকর-মজলিস হিসাবে মসজিদের উল্লেখ করা হইয়াছে। অথবা,

(দুই) যিক্‌র-মজলিসের শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে নবী সঃ মসজিদের উল্লেখ করেন।

ফলকথা, যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত যিক্‌র-মজলিসই 'জান্নাতের উদ্যান' পদবাচ্য হইবার যোগ্য।

www.ahlehadeethbd.org

পাক-ভারতে আহলে-হাদীসগণের জামাতী প্রতিষ্ঠান

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বর্তমানে পাক-ভারতের সর্বত্র কুরআন এবং হাদীসের ধারক ও বাহক আহলেহাদীস জামাআত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে হিন্দুস্থানে ইহাদের সংখ্যা ৯০ লক্ষ, পশ্চিম পাকিস্তানে ৮০ লক্ষ এবং পূর্বপাকিস্তানে ৭০ লক্ষ। আহলেহাদীস আলেম ও মুবাল্লিগগণ একক ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিশুদ্ধ ও অনাবিল ইসলামের প্রচার ও প্রসারে দেশের সর্ব প্রান্তে তবলীগের সিলসিলা জারী রাখিয়াছেন, যোগ্য মুদাররিসগণ শত শত মাদ্রাসা পরিচালিত করিয়াছেন, শক্তিশালী লেখকগণ বিভিন্ন ভাষায় কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য তর্জমা ও ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। মসলা মাসায়েল এবং বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যার উপর সহস্র সহস্র গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং বহু পত্র পত্রিকা পরিচালিত করিয়াছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কোন জামাতী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে নাই। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আধুনিক যুগের প্রয়োজনের তাকীদে জামাতের চিন্তাশীল আলেমবৃন্দ একটি সর্ব ভারতীয় জামাতী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা তীব্র ভাবে অনুভব করেন। পাঞ্জাবের স্বনামখ্যাত আলেম জনাব মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে এজন্য জোর জনমত গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হন।

অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীস কনফারেন্স

ফলে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যুক্ত প্রদেশের আরায় নিখিল ভারত আহলেহাদীস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে "অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীস কনফারেন্স" প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মওঃ আবদুল্লাহ গাযীপুরী উহার প্রথম প্রেসিডেন্ট এবং মওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

যে সব উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া এই প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১। ইসলাম প্রচার

২। ধর্মীয় গ্রন্থের রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা

৩। ভ্রান্ত ফিরকা সমূহের প্রতিবাদ ও মুনাজেরার ব্যবস্থা

৪। আহলে হাদীসদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারনার নিরসন

৫। আহলেহাদীসদের মধ্যে আপোষ মতপার্থক্যের দূরীকরণ ও ঐক্য বিধান এবং

৬। আহলেহাদীসগণের দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি বিধান।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কনফারেন্স প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং কর্ম প্রচেষ্টায় মোটামুটি সাফল্য অর্জন করেন। আহলে-হাদীস নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদেশে উহার প্রাদেশিক শাখা স্থাপিত হয়। প্রতি বৎসর জাঁকজমকের সহিত নির্বাচিত শহরে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পর পর দিল্লী, লাহোর, অমৃতসর, মাদ্রাজ, আগ্রা, কলিকাতা, পেশাওয়ার, গুজরানওয়ালা, মুলতান, আলীগড়, বেনারস, আগ্রা, কানপুর, আজমগড়, ছাপড়া, পাটনা প্রভৃতি শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দেশের সর্বপ্রান্তের বিশিষ্ট আলেম উলামা আহলে-হাদীস আদর্শ তথা অনাবিল ও শাশ্বত ইসলামকে জনবৃন্দের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। 'আহলে-হাদীস কন-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফারেন্স' কর্তৃক যে সব গঠনমূলক কাজ সম্পাদিত হয় তন্মধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত ছোট বড় ৯০টি মাদ্রাসা এবং গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দেশ বিভাগের পর হিন্দুস্থানের জামাতী প্রতিষ্ঠানের "অল ইণ্ডিয়া আহলে-হাদীস কনফারেন্স" নামই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। মওলানা আবদুল ওয়াহহাব আরাবীর নেতৃত্বে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মৌখিক ও লৈখিক তৎপরতা অব্যাহত রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রের নাম 'আল জামাআত'। উহা একখানা উচ্চ শ্রেণীর পাক্ষিক পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বহু পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এক বিরাট পরিকল্পনা অনুসারে বানারসে 'কেন্দ্রীয় দারুল-উলুম' নামে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

আঞ্জুমানে আহলে-হাদীস, বাঙ্গালা ও আসাম

১৩২১ বঙ্গাব্দে স্বাধীনভাবে আঞ্জুমানে আহলে-হাদীস বাঙ্গালা ও আসাম গঠিত হয়। বর্ধমানের প্রখ্যাত আলেম ও মুহাদ্দেস মওঃ নেয়ামতুল্লাহ উহার প্রেসিডেন্ট এবং হুগলীর বিশিষ্ট আলেম মওলানা আবদুল লতীফ উহার সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। আঞ্জুমানের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুকাবেলা করা, আহলেহাদীস মতবাদের প্রচার করা এবং বাঙ্গালা ও আসামের বাংলা ভাষাভাষী আহলে-হাদীসগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা। ১৩২২ সালে আঞ্জুমানের তত্ত্বাবধানে ২৪ পরগনার মওলানা বাবর আলী সাহেবের সম্পাদনায় মাসিক আহলে-হাদীস প্রত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। বার বৎসর নিয়মিত বাহির হওয়ার পর ১৩৩৪ সালে উক্ত পত্রিকা সাপ্তাহিক আহলে-হাদীসে রূপান্তরিত হয়। সাপ্তাহিক আহলে-হাদীসের তৃতীয় বর্ষে ১৩৩৬ সালে মওলানা মনিরুদ্দীন আনোয়ারী উহার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৩৪৬ সালে উহার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। পত্রিকাদ্বয়ে কোরআন ও হাদীসের তর্জমা ছাড়া বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। আঞ্জুমানের তত্ত্বাবধানে কতিপয় ধর্মীয় পুস্তকও প্রকাশিত হয়। সাপ্তাহিক পত্রিকা বন্ধ হওয়ার কিছুকাল পর মৌলবী শাহ জামানের সম্পাদনায় মাসিক আকারে কয়েক সংখ্যা 'আহলে হাদীস' বাহির হয়।

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদীস

আহলে-হাদীস পত্রিকা বন্ধ হওয়ার পর আঞ্জুমানে আহলেহাদীসের তৎপরতা স্তব্ধ হইয়া যায়। অতঃপর প্রতিভাদৃপ্ত নেতৃত্বে নব প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হওয়ায় ১৯৪৬ সালে রংপুর জিলার হারাগাছ বন্দরে নিখিল বঙ্গ ও আসাম আহলেহাদীস কনফারেন্স অত্যন্ত জাঁক জমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে "নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে-হাদীস" গঠিত হয়। মরহুম হযরতুল আল্লামা মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী উক্ত জমঈয়তের প্রেসিডেন্ট এবং মুর্শীদাবাদের মওলানা মওলা বখশ নদভী সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। কলিকাতায় উহার দফতর স্থাপিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে দফতর পাবনা শহরে স্থানান্তরিত হয় এবং মৌলবী মোহাম্মদ আবদুর রহানের উপর জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পিত হয়। জমঈয়তের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালে রাজশাহীর উপকণ্ঠ নওদাপাড়ায় এক বিরাট সাফল্য মণ্ডিত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস

রাষ্ট্রবিভাগ জনিত কারণে ইহার কিছু পর আসাম ও পশ্চিম বঙ্গকে আওতা মুক্ত করিয়া জমঈয়তের নামকরণ করা হয় "পূর্ব পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস"।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে—রাজশাহী কনফারেন্সের কিছু পর আহলে-হাদীস আন্দোলনের মুখপত্ররূপে আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের যোগ্য সম্পাদনায় মাসিক 'তর্জুমানুল হাদীসে'র প্রকাশ শুরু হয়। মওলানা মরহুমের সূরা ফাতিহার অতুলনীয় সুবিস্তৃত তফসীর ছাড়াও ধর্ম, রাজনীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের উপর অসংখ্য গবেষণা মূলক প্রবন্ধ উহাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের অধীনে জিলা, ইলাকা ও শাখা জমঈয়তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। সাময়িক বিষয় এবং ধর্মীয় সমস্যা সমূহের উপর জমঈয়তের তরফ হইতে ইংরেজী বাংলা ও উর্দুতে বহু প্রচার পত্র বাহির করা হয়। ওয়াজ নছীহত এবং সভা সম্মেলনের মাধ্যমে তবলীগী কর্মতৎপরতাও জোরদার করিয়া তোলা হয়।

১৯৫৬ সালে কাজের সুবিধা এবং অগ্রগতির জন্য জমঈয়তের দফতর পাবনা হইতে প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা আবদুল্লাহেল কাফীর সম্পাদনায় জমঈয়তের সাপ্তাহিক মুখপত্ররূপে "আরাফাত" প্রকাশিত হয়। ঢাকায় দফতর স্থানান্তরের পর জমঈয়তের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতা আরও সম্প্রসারিত হয়। কুরআন ও হাদীসের উচ্চাঙ্গ শিক্ষাদানের মহান উদ্দেশ্যে জমঈয়তের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে 'মাদ্রাসাতুল হাদীস' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে। ফাযেল এবং কামেল পাশ ছাত্রগণ এখানে সুবিজ্ঞ মুদাররিসগণের শিক্ষকতায় ৩ বৎসর কুরআন, সিহাহ সিত্তা প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

সক্রিয় রাজনীতির সহিত জমঈয়তের প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকিলেও জমঈয়ত রাজনৈতিক প্রশ্নে বলিষ্ঠ মতবাদ প্রকাশ করিয়া সুষ্ঠু জনমত গঠনে সহায়তা করিয়া থাকে।

'আল্‌হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস' নামে জমঈয়তের একটি নিজস্ব প্রেস এবং প্রকাশনী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের গবেষণামূলক প্রায় ২৫।২৬টি পুস্তক পুস্তিকা সহ বিভিন্ন লেখকের প্রায় ৫০ খানা পুস্তক প্রকাশিত এবং পরিবেশিত হইয়াছে।

জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা-প্রেসিডেন্ট আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী সাহেবের ১৯৬০ সালের জুন মাসে মহাপ্রয়াণের পর ডক্টর মওলানা মুহাম্মদ আবদুল বারী ডি ফিল সাহেব জমঈয়তের সভাপতি নির্বাচিত হন। পুনর্নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারী মৌলবী আবদুর রহমানের উপর 'আরাফাত' সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয়। অধ্যাপক মওলানা আফতাব আহমদ রহমানী প্রথমে এককভাবে এবং মাঝে অধ্যাপক মওলানা শাইখ আবদুর রহীম সাহেবের সহিত যুগ্মভাবে তর্জুমানুল হাদীস সম্পদনার দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে মওলানা শাইখ আবদুর রহীম এককভাবে অনারারী সম্পাদকরূপে যোগ্যতার সহিত কার্য পরিচালনা করিতেছেন।

মওলানা মুস্তাছির আহমদ রহমানী ও মৌলবী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মীজানুর রহমান বি, এ, বি-টি, কয়েক বৎসর জমঈয়তের কর্মীরূপে দক্ষতার সহিত কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। মওলানা আবদুল হক হক্কানী গোড়াগোড়ি হইতেই জমঈয়তের সহিত একনিষ্ঠভাবে জড়িত রহিয়াছেন আর মওলানা আবদুছ ছামাদ সাহেব বর্তমানে অন্যতম বিশিষ্ট কর্মীরূপে কাজ করিতেছেন।

লেখা, অর্থ, বুদ্ধি ও শ্রম দিয়া আরও বহু কর্মী ও শুভেচ্ছাকামী জমঈয়তের পৃষ্ঠ-পোষকতা ও সহায়তা করিয়া চলিয়াছেন

জমঈয়তের কর্মসূচীকে আরও বর্ধিত করার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।

পশ্চিম পাক জমঈয়তে আহলে-হাদীস

১৯৪৮ সালে প্রখ্যাত আলেম ও রাজনীতিক হযরত মওলানা সৈয়েদ মোহাম্মদ দাউদ গযনভী সাহেবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহলে-হাদীস গঠিত হয় এবং লাহোরে উহার সদর দফতর স্থাপিত হয়। ১৯৪৯ সনে শায়খুল ইসলাম হযরত মওলানা ইসমাইল গুজরানওয়ালা উহার নাযেমে আলা বা জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। প্রাক্তন সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত দেশীয় রাজ্য সমূহে উহার প্রায় ছয় শত শাখা প্রশাখা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

জমঈয়তের মুখপত্র আল-ই'তিসাম একটি উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা। বিগত প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ উহা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে মওলানা মুহাম্মদ ইসহাক বর্তমানে উহার সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করিতেছেন। জমঈয়তের অধীনে দারুল ইশাআতেস্ সুন্নাহ নামে একটি প্রকাশনা বিভাগ রহিয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশনী কর্তৃক উর্দুভাষায় বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণীত ও অনুদিত হইয়াছে। জমঈয়তের তত্ত্বাবধানে লায়ালপুরে 'জামে সলফিয়া' নামে একটি উচ্চাঙ্গের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। ৮টি শ্রেণী লইয়া গঠিত উক্ত শিক্ষাগারে কুরআন, সিহাহ সিত্তা প্রভৃতি ধর্মীয় শাস্ত্র অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও রহিয়াছে। জমঈয়তের তরফ হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রান্তে তবলীগে ইসলামের উদ্দেশ্যে সভা সম্মেলনের আয়োজন এবং প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাক জমঈয়ত দ্বয়ের সম্পর্ক

দেশের উভয় অংশের জমঈয়তে আহলে-হাদীস সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য এক। গঠনতন্ত্র ও কর্ম পদ্ধতির মধ্যেও সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিমূলক সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে। পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও সফর বিনিময়ের ফলে যোগসূত্র ক্রমেই ঘনিষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

www.ahlehadeethbd.org

হজরত ঈসা (আঃ) ও ক্রুশের ঘটনা

আবদুন্নঈম চৌধুরী

হজরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে ইসলাম ও খৃষ্টানদের মধ্যে যে সকল বিষয়ে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে তন্মধ্যে অন্যতম ও মূল বিষয় হইতেছে তাঁহার ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যু হওয়া। হজরত ঈসা (আঃ) সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন এ বিষয়ে ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম উভয়ে একমত। তবে খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাস মতে হজরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করার তিনদিন পর আকাশে উত্তোলিত হইয়াছেন। ইসলাম ধর্মের মতে হজরত ঈসা (আঃ) ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন নাই। বরং তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণের কুট ষড়যন্ত্রের প্রারম্ভেই আল্লাহ তা'লা তাঁহাকে নিরাপদে সশরীরে জীবন্ত আকাশে উত্তোলন করিয়া লইয়াছেন

খৃষ্টান ধর্মের ঐরূপ বিশ্বাসের মূলে যে দলিল রহিয়াছে তাহা হইতেছে বর্তমান প্রচলিত চারি ইঞ্জিল। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বর্ণনামতে যীশুকে ইহুদীগণ তাঁহার বারজন শিষ্যের অন্যতম—যিহুদা ইস্কারিয়োতির সাহায্যে বৃহস্পতিবার রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর গ্রেফতার করে। ইহুদীগণ যীশুকে রাত্রির অবশিষ্টাংশ প্রধান ধর্মযাজক কায়ফার বাড়ীতে আটক রাখে। পরদিন শুক্রবার প্রত্যূষে তাঁহাকে প্রাদেশিক রোমান শাসনকর্তা পীলাতের নিকট পেশ করা হয়। পীলাত যীশুর অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তাঁহার কোন অপরাধ দেখিতে না পাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উপস্থিত ইহুদী জনতা ও ধর্মযাজকগণ একান্ত জিদ করিতে থাকিলে পীলাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। পীলাতের সৈন্যগণ যীশুকে নানারূপ অপমান করিয়া তাঁহাকে বধ্যভূমি "গলগথা" নামক স্থানে লইয়া যায় এবং সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহরে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে (সিনোপিক গস্‌পেল ও যোহনের সুসমাচার দ্রষ্টব্য)

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের উপরোক্ত বর্ণনার মূল কথা এই যে, যীশু ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে ঘটনার বিবরণে মিল পরিদৃষ্ট হইলেও পূর্বাপর সম্বন্ধ যেরূপ পার্থক্যপূর্ণ ও বিরোধময় দেখা যায় তাহাতে ঐ মূল কথাটিকে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বিবরণ খৃষ্টান ধর্ম-বিশ্বাসের বিপরীত কথাই প্রমাণিত করে। বর্ত্তমান খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসের মূল উল্লেখিত সিদ্ধান্ত এবং প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের দলিল সম্বন্ধে নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের কথিত লেখক মথি ও যোহন হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্য ছিলেন। কিন্তু অপর দুইজন, মার্ক ও লুক হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্য ছিলেন না। শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় হজরত ঈসার (আঃ) পরবর্তী কালের লোক এবং প্রশিষ্য স্থানীয় ছিলেন। অতএব ক্রুশের ঘটনাসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাদের প্রদত্ত বর্ণনা শ্রুত বিবরণ মাত্র, চাক্ষুস প্রমাণ নহে। ক্রুশের ঘটনা সম্বন্ধে বর্তমান খৃষ্টানধর্ম বিশ্বাসের বিপরীত মত এই যে, "যাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয় সে ব্যক্তি যীশু নহে।" সুতরাং মার্ক ও লুকের প্রদত্ত বিবরণ এবং বিপরীত বিশ্বাসীগণের বিবরণের মধ্যে এক

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যক্তির ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করা সম্বন্ধে কোন মতানৈক্য দেখা যায় না। কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তির মৃত্যু হয় তিনি যীশুখৃষ্ট ছিলেন এ বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অতএব এই মতবিরোধ মীমাংসা করিতে হইলে স্থির নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিতে হইবে যে, ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া যাহার মৃত্যু হয় সে ব্যক্তি কে ছিল। মার্ক ও লুক ঘটনার চাক্ষুস দ্রষ্টা না হওয়ায় ক্রুশে বিদ্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের বর্ণিত বিবরণ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বিশেষতঃ মার্ক এবং লুক তাহাদের প্রদত্ত বিবরণ কাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন সে সম্বন্ধেও কোন কিছুই তাঁহাদের ইঞ্জিলে উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণের কোন ঐতিহাসিক মূল্য প্রদান করা সম্ভব নহে।

মথি ও যোহণ ছিলেন হজরত ঈসার (আঃ) শিষ্য। কিন্তু ক্রুশের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারা যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা তাঁহাদের চাক্ষুস বিবরণ নহে। ইহুদী জনতা গেৎশিমানী বাগানে যীশুকে গ্রেফতার করে। যীশু গ্রেফতার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শিষ্যগণ সকলেই তাঁহাকে ছাড়িয়া পালাইয়া গেলেন (মথি ২৬:৫৬ দ্রষ্টব্য)। যোহণের বর্ণনামতে—"আর শিমন পিতর এবং আর একজন শিষ্য যীশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন (যোহণ ১৮:১৫ দ্রষ্টব্য)। যীশুর পশ্চাতে যে দুইজন শিষ্য গিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মথি বলেন—"আর পিতর দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহা যাজকের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন এবং শেষে কি হয় তাহা দেখিবার জন্য ভিতরে গিয়া পদাতিকগণের সঙ্গে বসিলেন" (মথি ২৬:৫৮ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মথি এবং যোহণ শেষ পর্য্যন্ত ঐ পলাতক শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন। প্রধান ধর্মযাজক কায়ফার গৃহে যীশুর প্রতি যাহা ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই।

যীশু গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শিষ্যগণ পলাতক হইয়াছিলেন। যীশুকে পীলাতের নিকট পেশ করা, তাঁহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া যাওয়া এবং ক্রুশের ঘটনা ও তৎপরবর্ত্তী দুই দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন শিষ্য তাঁহার আশে-পাশে, নিকট হইতে অথবা দূরে থাকিয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা অবলোকন করিয়াছেন বলিয়া কোন বর্ণনা প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। একথা বলা বাহুল্য যে, পলাতক শিষ্যগণের মধ্যে মথি ও যোহন উভয়েই ছিলেন। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বিবরণ মতে শিষ্যদের সন্ধান পাওয়া যায় ঘটনার দুই দিন পর। অর্থাৎ শুক্রবার দিন বেলা দ্বিপ্রহরে ক্রুশের ঘটনা ঘটে আর শিষ্যগণ ঘটনার দুই দিন পর, রবিবার দিন পর্য্যন্ত একত্রিত ভাবে কোন দূরবর্ত্তী গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত অবস্থায় বসবাস করিতে থাকেন। যোহনের ইঞ্জিলে বলা হয় যে, মরিয়ম মগ্দলীনী রবিবার দিন প্রত্যুষে যীশুর কবরে যাইয়া প্রথমতঃ দুইজন স্বর্গ দূতের দেখাপান তৎপর যীশুর সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন। "তখন মগ্দলীনী মরিয়ম শিষ্যগণের নিকটে গিয়া এই সংবাদ দিলেন, আমি প্রভুকে দেখিয়াছি, আর তিনি আমাকে এই এই কথা বলিয়াছেন। সেই দিন সাপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হইলে শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের দ্বার সকল যীহুদীগণের ভয়ে রুদ্ধ ছিল"—(যোহন ২০ : ১৮, ১৯ দ্রষ্টব্য)। প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বিবরণ মতে মথি ও যোহন যীশুর গ্রেপ্তার হইতে তাঁহার উত্থান পর্য্যন্ত কোন ঘটনাই স্বচক্ষে দর্শন করেন নাই। অতএব ক্রুশের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত বর্ণন সাধারণ চলতি কথার উর্দ্ধে যাইতে পারে না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ক্রুশের ঘটনার পরপরই খৃষ্টের অনুসরণ কারীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটী মতের উদ্ভব হয়। একদলের বিশ্বাস ছিল হজরত ঈসাকে (আঃ) ইহুদীগণ ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। অপর দল বিশ্বাস করত যে, হজরত ইসাকে (আঃ) ইহুদীগণ ক্রুশে বিদ্ধ করিতে পারেনাই; তাঁহাকে জীবন্ত সশরীরে নিরাপদে আকাশে উত্তোলন করিয়া লওয়া হয়। বর্ত্তমানে খৃষ্টানগণ প্রথমোক্ত মতাবলম্বী-গণের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দলের মধ্যে ইলুজিয়ান, ইবুনি ও বেসিলিডিয়ান সম্প্রদায় গুলির নাম উল্লেখযোগ্য। পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের বুনই-য়াদে উভয় পক্ষ আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়া উঠে। অতঃপর চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথমোক্ত মতের বিশ্বাসীগণ প্রবল পরাক্রমশালী রোমান সম্রাট কন্‌স্টন্‌টাইন এবং তৎপরবর্ত্তী নরপতি গণের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিরুদ্ধ বিশ্বাসী গণের প্রতি নির্মম ব্যবহার শুরু করিয়া দেয়। ফলে দ্বিতীয় মতের বিশ্বাসীগণ ক্রমশঃ শক্তিহীন হইতে থাকে এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়াযাইবার উপক্রম হয়।

উভয় দলের প্রতিপাদ্য বিষয় একটি প্রশ্ন-কেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে—সেই প্রশ্নটি হইল "ইহুদীগণ কাহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে?" সুতরাং ঘটনার অব্যবহিত পর পরই ক্রুশে বিদ্ধ মৃত ব্যক্তির সনাক্তের প্রশ্ন বোধ খৃষ্টান জগতে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। অতএব একথা অবধারিত সত্য যে, হজরত ঈসাকে (আঃ) গ্রেপ্তার করা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার কথিত সমাধি পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা রহস্যের নিবিড় কুয়াশা জালে আবৃত ছিল। উল্লেখিত কুয়াশা ভেদ করিয়া প্রকৃত ঘটনার পরিচয় লাভ করিতে হইলে প্রচলিত চারি ইঞ্জিল হইতে কি পরিমাণ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহাই নিম্নে আলোচনা করা হইল।

চারি ইঞ্জিল পাঠ করিয়া তাহার মর্ম উপলব্ধি করিতে হইলে যাশুখৃষ্টের সমর্থক এবং তাঁহার প্রতিবেশীগণের তদানীন্তন অবস্থা মনো-যোগের সহিত অনুধাবন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন উল্লেখিত উপায় ভিন্ন ক্রুশের ঘটনা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভব নহে। আরব-উপদ্বীপের উত্তর ভাগে প্রবাহিত জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্যালেষ্টাইন দেশ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরাংশের প্রদেশকে গ্যালিলী, দক্ষিণাংশের প্রদেশকে জুডিয়া এবং ঐ উভয় প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী এলাকাকে সামারিয়া বলা হইত। সামারিয়া প্রদেশকে ইহুদীগণ পবিত্র ভূমির অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করিত না। উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের ইহুদীগণ এক ধর্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে পরস্পর মতভেদ বর্তমান ছিল। গ্যালিলী প্রদেশ ছিল প্যালেষ্টাইনের উর্বর ও উন্নত অংশ। জুডিয়া প্রদেশ ছিল অনুর্বর এবং অনুন্নত অংশ। প্যালে-ষ্টাইনের খাদ্য ও ব্যবসার নির্ভর স্থল ছিল গ্যালিলী প্রদেশ। অন্যপক্ষে ইহুদীগণের ধর্মের কেন্দ্র ছিল দক্ষিণাংশের জুডিয়া প্রদেশ। গ্যালিলীর অধি-বাসীগণ ছিল স্বভাবতঃ উৎসাহী ও সুহৃদ স্বভাব সমপন্ন। জুডিয়ার অধিবাসীগণ ছিল স্বভাবতঃ প্রাচীন পন্থী, কপটপ্রকৃতি এবং গোঁড়া মনোভাব সমপন্ন। ইহুদী ধর্মের কেন্দ্রীয় স্থান জেরুযালেম নগর দক্ষিণাংশের জুডিয়া প্রদেশে অবস্থিত ছিল। জুডিয়ার সদুকী ও ফরীশী যাজক সম্প্রদায় তদানীন্তন ইহুদী ধর্ম ও সমাজের কর্ণধার ছিলেন। উপ-রোক্ত প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসীদের মধ্যে পরস্পর অত্যন্ত তিক্তভাব বিরাজিত ছিল। জুডিয়া বাসীগণ উত্তরের গ্যালিলী বাসীগণকে ধর্ম বিষয়ে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনাভিজ্ঞ এবং খোদার নৈকট্য হইতে বঞ্চিত বলিয়া বিশ্বাস করিত। উল্লেখিত কারণে জুডিয়াবাসীগণ গ্যালিলীবাসীকে প্রকাশ্যে ঘৃণা করিত। গ্যালিলীবাসীগণ জুডিয়াবাসীকে তাহাদের গোঁড়ামির জন্য অত্যন্ত হেয় মনে করিত (Anthony Deane—The World Christ knew, chapter I দ্রষ্টব্য)।

হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন গ্যালিলী প্রদেশের অন্তর্গত নাসেরা নামক স্থানের অধিবাসী। গ্যালিলী প্রদেশের অধিবাসী হওয়ার দরুণ হজরত ঈসার (আঃ) প্রতি জুডিয়াবাসীগণ বিশেষতঃ প্রভাবশালী ধর্মযাজক সম্প্রদায় অত্যন্ত বিরূপভাব পোষণ করিত। হযরত ঈসা (আঃ) তদানীন্তন ইহুদী ধর্মে স্তূপীকৃত সামাজিক আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া এক সাধারণ সংস্কার প্রচার করিতে ছিলেন। বিধর্মী রোমান শাসনের লৌহ নিগড়ে নিষ্পেষিত ইহুদী জনসাধারণ বহু দিন যাবৎ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন জনৈক মুক্তি দাতার আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। হজরত ঈসার (আঃ) সমাজ সংস্কার কার্য্য ইহুদী জনসাধারণের চক্ষে বহু আকাঙ্খিত আশার আলোকরূপে দেখা দেয়। ক্রমশঃ ইহুদী জনসাধারণ হজরত ঈসার (আঃ) প্রতি অনুরাগ প্রবণতা প্রকাশ করিতে থাকে।

প্রভাবশালী সদুকী ধর্মযাজকগণ অত্যন্ত সম্পদ লিপ্সু ছিল। ধর্মযাজক হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের কার্যাকলাপ অধর্মে পরিপূর্ণ ছিল। তাহারা যাজক বৃত্তি লাভজনক ব্যবসারূপে পরিচালনা করিতেছিল। রোমান শাসনের ছত্রতলে তাহারা প্রভূত সুখ সুবিধা ভোগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। হজরত ঈসার (আঃ) সংস্কার কার্য্য শাসন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ব্যবসার ক্ষতি করিতে পারে আশঙ্কায় তাহারা শঙ্কিত হইতেছিল (The World Christ Knew)

হজরত ঈসা (আঃ) জুডিয়া প্রদেশে অবস্থিত প্যালেষ্টাইনের ধর্মীয় কেন্দ্র ও রাজধানী জেরুযালেম নগরে আগমন করিয়া প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকিলে, স্বভাবতঃই জেরুযালেমের প্রভাবশালী ইহুদীগণ একযোগে তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠে। ধর্মযাজকগণ হজরত ঈসার (আঃ) প্রচারকার্য্য ব্যহত করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উস্কানী প্রদান করিতে থাকে। এ কারণে যীহুদা ইস্কারিয়োতিকে ভিন্ন দক্ষিণ প্রদেশের কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে যীশুর দলভুক্ত থাকিতে দেখা যায় না। ধর্মযাজকগণের নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টির পরও যীশুর প্রচার কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকিলে কপট প্রকৃতি, স্বার্থশীল ধর্মযাজকগণ যীশুকে হত্যা করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের বর্ণনামতে ধর্ম বিষয়ে অপরাধের বিচার ভার যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। রোমান শাসনকর্তা ইহুদীগণের ধর্মীয় ব্যাপারে কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করিতেন। তবে ধর্মীয় আদালত হইতে চরম শাস্তি দেওয়া হইলে রোমান শাসনকর্তার মঞ্জুরী গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। ধর্মযাজকগণ যীশুকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে পারিত, কিন্তু তাহাতে যীশুর শিক্ষা নিষ্পেষিত জনসাধারণের মনে গভীরভাবে স্থান লাভ করিবার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। সে কারণেই যাজকগণ যীশুকে ধর্মীয় আদালতে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করতঃ উপস্থিত বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যীশু গ্রেপ্তার হওয়ার দুইদিন পূর্বকার ঘটনা সম্বন্ধে মার্কসের ইঞ্জিলে ১৪ অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে বলা হয়,—"দুইদিন পরে নিস্তার পর্ব ও তাড়ীশূন্য রুটির পর্ব; এমন সময়ে প্রধান যাজকগণ ও অধ্যাপকেরা, কিরূপে তাঁহাকে কৌশলে ধরিয়া বধ করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেছিল।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচলিত চারি ইঞ্জিলের কথিত মতে ধর্ম-যাজকগণ বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্রিতে যীশুর বারজন শিষ্যের অন্যতম যীহুদা ইস্করিয়োতির সাহায্যে হজরত ঈসাকে (আঃ) গ্রেফতার করে। "আর যাহারা যীশুকে ধরিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে মহা যাজক কায়ফার কাছে লইয়া গেল; সেই স্থানে অধ্যাপকেরা ও প্রাচীনবর্গ সমবেত হইয়াছিল। আর পিতর দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিলেন; এবং শেষে কি হয়, তাহা দেখিবার জন্য ভিতরে গিয়া পদাতিকগণের সঙ্গে বসিলেন" (মথি-২৬ঃ৫৭,৫৮)। রাত্রির অবশিষ্টাংশ যাজকগণ যীশুর বিচার করিতে অতিবাহিত করেন। বলা বাহুল্য পূর্ব ষড়যন্ত্রমতে প্রহসন বিচারে যীশুর প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। অতঃপর যাজকগণ যীশুকে নানারূপে অপমানিত করে (মথি ২৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। "প্রভাত হইলে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ সকলে যীশুকে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার বিপক্ষে মন্ত্রণা করিল; আর তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়া দেশাধ্যক্ষ পীলাতের নিকটে সমর্পণ করিল" (মথি-২৭ঃ১,২)।

রোমান শাসনকর্তা পীলাত যীশুকে বহু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও তাঁহার কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। তিনি যীশুকে মুক্ত করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহুদী জনতা ও ধর্ম যাজকগণ জিদ করিয়া পীলাতের নিকট হইতে যীশুর মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন লাভ করে। পীলাত নিত্যান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ইহুদী জনতা ও ধর্মযাজক-গণের অনুরোধে যীশুর প্রাণদণ্ড অনুমোদন করেন। "তখন পীলাত লোকসমূহকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে তাহাদের জন্য বারাব্বাকে মুক্ত করিলেন, এবং যীশুকে কোড়া মারিয়া ক্রুশে দিবার জন্য সমর্পণ করিলেন" (মার্কস ১৫ঃ১৫)। বর্তমান খৃষ্টান মতের বিপরীত বিশ্বাসীগণের মত এই যে,— আল্লাহ তা'লা তাঁহার প্রিয় নবীর নিত্যান্ত অসহায় অবস্থা অবলোকন করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়ার প্রাগকালেই তাঁহাকে সশরীরে জীবন্ত আকাশে উত্তোলন করিয়া লইয়াছিলেন। ইহুদীগণ যীশুকে হঠাৎ অদৃশ্য দেখিয়া ভীষণ প্রমাদ গুণে এবং তাহাদের ষড়যন্ত্রজাল এরূপে ছিন্ন হইবার উপক্রম হইলে যীশুর অদৃশ্য হওয়ার কথা গোপন করিয়া জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তিকে ধরিয়া তাহাকেই যীশু বলিয়া প্রচার করে। অতঃপর বধকার্য্যে নিয়োজিত সরকারী সৈন্যগণকে ঘুষ দ্বারা বশ করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে। এরূপে ধর্মযাজকগণ যীশুর অদৃশ্য হওয়ার কথা সম্পূর্ণ গুম করিয়া দেয়। উপরোক্ত উপায়ে ইহুদীগণ যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ও মৃত্যু হওয়ার কথা অজ্ঞ জনসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে।

যীশুর মৃত্যুতে জেরুযালেমের ইহুদী জন-সাধারণ বিশেষতঃ ধর্মযাজকগণের বিরাট স্বার্থ নিহিত ছিল। অপরপক্ষে এই বিরাট ষড়যন্ত্রের পর যীশু অলৌকিকরূপে মুক্ত হইয়াছে প্রকাশ পাইলে জুডিয়া প্রদেশের বিশেষতঃ জেরুযালেমের ইহুদী স্বার্থের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশের অধি-বাসীগণের মধ্যে পরস্পর তিক্ত ঘৃণার ভাব বিরাজিত ছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জেরুযালেমের ইহুদীগণ যীশুর অলৌকিক অন্তর্ধানের কথা গ্রহণ করিতে ও প্রকাশ করিতে কখনই সম্মত হইতে পারে না। বরং হজরত ঈসার (আঃ) অলৌকিক মুক্তির কথা গোপন করাতেই তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের পক্ষে বিশেষ যুক্তিযুক্ত ছিল।

তদানীন্তন রোমান শাসনের নিয়ম ছিল অপরাধী তাহার ক্রুশ নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

বধ্যভূমি পর্যন্ত লইয়া যাইত। রেভারেণ্ড বার্কলে সাহেব তাঁহার বিখ্যাত Daily study Bible নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ৪০৮ পৃষ্ঠায় বলেন, "প্রাচীনকালে অপরাধী তাহার ক্রুশ নিজ স্কন্ধ বহন করিয়া বধ্যভূমি পর্যন্ত লইয়া যাইত।" রাজ প্রাসাদে পীলাত যীশুকে নানারূপ অপমান করিয়া বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়ার আদেশ দিলে চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে যীশুর স্কন্ধে তাঁহার নিজ ক্রুশ বহন করান হয় নাই। বরং অপর একজন গ্রাম্য লোককে বেগার ধরিয়া তাহারই স্কন্ধে যীশুর ক্রুশ বহন করাইয়া বধ্যভূমি পর্যান্ত লইয়া যাওয়া হয়।—"আর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার পর বস্ত্রখানি খুলিয়া ফেলিয়া তাহারা আবার তাঁহার নিজের বস্ত্র পরাইয়া দিল, এবং তাঁহাকে ক্রুশে দিবার জন্য লইয়া চলিল। আর বাহির হইয়া তাহারা শিমোন নামে একজন কুরীনীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল" (মথি—২৭:৩১—৩৩)। তৎকালে প্রচলিত নীতি লঙ্ঘন করিয়া অপরাধী যীশুর ক্ষেত্রে শিমোনের স্কন্ধে ক্রুশ কেন বহন করান হইল, প্রচলিত চারি ইঞ্জিলে তাহার কোন কৈফিয়ত পাওয়া যায় না। সুতরাং ইঞ্জিলের এরূপ বিবরণ দ্বারা একথাই স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, যীশু অলৌকিকরূপে ইহুদীদের হাত ছাড়া হইয়া গেলে স্বার্থ রক্ষার খাতিরে তাহারা নবাগত গ্রাম্য লোকটিকে ধরিয়া তাহাকেই যীশু প্রকাশে যীশুর প্রতি করনীয় যাবতীয় কাজ তাহারই উপর দিয়া চালাইয়া দেয়।

যীশু গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বল্প সংখ্যক দুর্বল চিত্ত সমর্থক এবং নির্বাচিত বারজন শিষ্য ইহুদী জনতার আতঙ্কে নিরাপদ স্থানে পলাইয়া যাইতে ও আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এমনকি কথিত প্রধান শিষ্য পিটার যিনি গ্রেপ্তারের রাত্রে ধর্মযাজক কায়ফার বাড়ীতে যাইবার সাহস করিয়াছিলেন ইহুদীদের আতঙ্কে শেষরাত্রে তথা হইতে গোপনে সরিয়া পড়েন। পিটার কায়ফার বাড়ীর প্রাঙ্গনে এত বেশী আতঙ্কিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তিন বার জিজ্ঞাসিত হইলেও একবারও তাঁহার গুরু যীশুকে তিনি চিনেন বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস পান নাই। সুতরাং যীশু প্রকাশে শিমোনকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া কালে এমন কোন ব্যক্তি অপরাধীর আশে পাশে ছিল না যে প্রকাশ করিতে পারে যে, ঐ ব্যক্তি যীশু নহে। বিশেষতঃ তখনকার দিনে রোমান সৈন্যগণ উৎকোচ গ্রহণে অভ্যস্থ ছিল। মথির ইঞ্জিলের ২৮ অধ্যায়ের ১১—১৪ নং বাক্য পাঠে দেখা যায় ক্রুশের তৃতীয় দিবস অর্থাৎ রবিবারদিন প্রত্যুষে যীশুর কথিত মৃত দেহ কবর হইতে অদৃশ্য হওয়ায় ধর্ম্মযাজকগণ প্রহরারত সৈন্যগণকে বহু টাকা উৎকোচ দিয়া মৃতদেহ অদৃশ্য হওয়ার কথা গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করে। অতএব শিমোনকে যীশু বলিয়া চালাইয়া দিবার সময় ধর্ম্মযাজকগণ উৎকোচের সাহায্যে সৈন্যগণের মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পারে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

কথিত যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময় ক্রুশের নিকটে যীশুর শত্রু দল ছাড়া অন্য কাহারও থাকার কথা প্রচলিত চারিইঞ্জিল দ্বারা প্রমাণিত হয় না। যীশু প্রকাশে ইহুদীগণ শিমোনকে ক্রুশে বিদ্ধ করিলে বেচারী নিঃসহায় ও আতঙ্কিত শিমোন অতি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করে। ইহুদীগণ তাহাদের ষড়যন্ত্র গোপন রাখিবার জন্য যথাশীঘ্র তাহার দেহ ক্রুশ হইতে অবতরণ করাইয়া লয়। এমণ কি চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ক্রুশে বিদ্ধ মৃতের হাতপায়ের হাড় ভাঙ্গিবার কার্য্য সমাধা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করার জন্য বিলম্ব না করিয়া কেবলমাত্র বর্শা দ্বারা মৃতের পাঁজর ছিদ্র করিয়াই দেহটী কবরস্থ করিতে বন্দোবস্ত করে। ধর্মযাজকদের ভয় ছিল পাছে তাহাদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া যাইতে পারে। ইহুদীদের তাড়াতাড়ি করার কথাটী ইঞ্জিলের বিবরণে প্রকাশ পাইয়াছে। মার্কস লিখিত ইঞ্জিলের ১৫ অধ্যায়ের ৪৪ নং বাক্যে বলা হয়,—"কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরিয়া গিয়াছেন, ইহাতে পীলাত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং সেই শতপতিকে ডাকাইয়া, তিনি ইহার মধ্যেই মরিয়াছেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন; পরে শতপতির নিকট হইতে জানিয়া যোষেফকে দেহটী দান করিলেন।"

ক্রুশের দিনটী ছিল ইহুদীগণের নিস্তারপর্বের পূর্ব দিবস, শুক্রবার। ঐ দিন নিস্তার পর্বের আয়োজন দিবস ছিল। জুডিয়ার অন্তর্গত অরিমাথিয়া নামক স্থানের অধিবাসী যোষেফ একজন উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি যীশুর প্রচারের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু স্বজাতি ইহুদীগণের ভয়ে যীশুর প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। তিনি সেইদিন জেরুযালেম নগরে আগমন করিয়াছিলেন। যীশুর প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া তিনি পীলাতের নিকট যীশুর দেহটী গোর দিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। পীলাত তাহাকে অনুমতি দিলে তিনি যীশুর দেহটি নিয়মিতরূপে কাপড় মোড়াইয়া একটি নূতন কবরে গোর দেন। যোষেফের এই গোর দেওয়ার কাজটি করা হয় সন্ধ্যার পর। যোষেফ এবং তাহার এক সঙ্গী নীফদাম এই কাজটি করেন। যোষেফ নিজে বিদেশী ছিলেন। যীশুর সহিত তাহার পরিচয় থাকার কোন ইঙ্গিত প্রচলিত ইঞ্জিলে পাওয়া যায় না। নীফদীম পূর্ব রাত্রে একবার মাত্র যীশুকে দেখিয়াছিলেন (যোহনের ইঞ্জিল ১৯:৩৯ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ বিরাট ইহুদী জনতার ভয় এবং সন্ধ্যা পরের অন্ধকার ইত্যাদী কারণে তাঁহারা অতি তাড়াতাড়ি গোরের কাজ সমাধা করিয়াছেন বলিয়াই সম্ভব।

উপরোক্ত কারণে একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, গোরদিবার সময় যোষেফ কিংবা নীফদাম কথিত মৃত দেহটীকে সঠিক চিনিতে পারেন নাই। অধিকন্তু উক্ত অবস্থায় দেহটীকে চিনিবার সম্ভাবনাও ছিল না। মার্কস লিখিত ইঞ্জিলের ১৫ অধ্যায়ের ৪২—৪৫ নং বাক্যে বলা হয়,—"পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দিন আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রাম বারের পূর্ব দিন বলিয়া, অরিমাথিয়ার যোষেফ নামক একজন সমভ্রান্ত মন্ত্রী আসিলেন। তিনি সাহস পূর্বক পীলাতের নিকট গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু যীশু যে এত শীঘ্র মরিয়া গিয়াছেন, ইহাতে পীলাত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন; এবং সেই শতপতিকে ডাকাইয়া, তিনি ইহার মধ্যেই মরিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন; পর শতপতির নিকট হইতে জানিয়া যোষেফকে দেহটী দান করিলেন।" উপরোক্ত বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যোষেফ সন্ধ্যার পর দেহটী কবর দিবার অনুমতি লাভ করেন। তৎপর গোর দিবার যাবতীয় কাজ নিশ্চয়ই রাত্রির অন্ধকারে এবং বিশেষ তাড়াতাড়ী সমাধা করা হয়। কারণ, বিরাট শত্রু পক্ষের আওতার ভিতরে কেবলমাত্র দুইটী প্রাণী, যোষেফ ও নীফদাম সম্পূর্ণ একাকী, শহর হইতে যথেষ্ট দূরে, বধ্য ভূমিতে, দেহটী সমাহিত করার কাজ করিয়াছিলেন। ঐ অবস্থায় সমাহিত করার কাজ তাড়াতাড়ী হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ তখন দেহটি সনাক্তের প্রশ্নের চেয়ে আত্মরক্ষার প্রশ্নই ছিল তাহাদের নিকট সর্বাধিক মূল্যবান।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অপরপক্ষে একথাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, যোষেফ ধর্মযাজকদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যীশুকে কবর দিবার অযুহাতে যীশু নামে প্রকাশিত শিমোণকুরীণীর মৃত দেহ-টীকে তিনি সরাইয়া ফেলেন যেন যীশুর সমর্থক পক্ষের কেহ সনাক্ত করিবার অবকাশ না পায়। প্রচলিত চারি ইঞ্জিল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যোষেফ ইহুদীগণের ষড়যন্ত্রে শামিল ছিলেন। কিন্তু যীশুকে হত্যা করার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন নাই। লুকের ইঞ্জিলের ২৩নং অধ্যায়ের ৫০—৫১ নং বাক্যে বলা হয়,—"আর দেখ, যোষেফ নামে একব্যক্তি ছিলেন, তিনি মন্ত্রী, একজন সৎ ও ধার্মিক লোক, এই ব্যক্তি উহাদের মন্ত্রনাতে ও ক্রিয়াতে সম্মত হন নাই, তিনি যীহুদীদের অরিমাথিয়া নগরের লোক; তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করিতে ছিলেন। ইঞ্জিলের এই বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সভায় যোষেফ শামিল ছিলেন যদিও তিনি এই হীন কার্য্যে সম্মত হন নাই। সুতরাং ইহা একান্ত অসম্ভব নহে যে, ইহুদীগণ শিমোনকে হত্যা করিয়া যীশু বলিয়া চালাইয়া দেয় এবং যোষেফকে একথা বলিয়া ষড়যন্ত্রে শামিল করে যে, যীশু প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া গিয়াছেন এখন ইহুদীদের মান রক্ষা করিবার জন্য অন্ততঃ তাঁহাকে ঐ মৃত দেহটি গুম করার কাজে সাহায্য করিতে হইবে। যোষেফ হয়ত ইহাতে কোন দোষ দেখিতে পান নাই। বরং তিনি নিজেও একজন ধার্মিক ইহুদী হওয়ায় স্বজাতির মুখ রক্ষার্থে দেহটি কবর দিবার অযুহাতে ঐরূপ করিয়া থাকিবেন।

যোষেফ ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার কথা মথির ইন্‌জিল দ্বারা আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ইহুদীগণ কথিত যীশুর মৃত দেহটির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। তাহারা আশঙ্কা করিত যে, যীশুর সমর্থকদের মধ্যে কেহ কথিত মৃত দেহটি গুম করিতে পারে। তাহারা আরও আশঙ্কা করিত যে, ঐরূপ ঘটনা ঘটিলে আসল ব্যাপার ফাঁস হইয়া যাইবে। এফারণে পরদিন অর্থাৎ আয়োজন দিনের পর দিবস, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের নিকটে একত্র হইয়া কহিল, মহাশয়, আমাদের মনে পড়িতেছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকিতে বলিয়াছিল, তিন দিনের পরে আমি উঠিব। অতএব তৃতীয় দিবস পর্যন্ত তাহার কবর চৌকি দিতে আজ্ঞা করুন; পারছ তাহার শিষ্যেরা আসিয়া তাহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, আর লোকদিগকে বলে, তিনি মৃতগণের মধ্যে হইতে উঠিয়াছেন; তাহা হইলে প্রথম ভ্রান্তি অপেক্ষা শেষ ভ্রান্তি আরও মন্দ হইবে" (মথি—২৭ঃ ৬২—৬৪)। মথির বর্ণনা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে, ইহুদীগণ যীশুর সমর্থকদের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কতখানি সাবটানয়া অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং যোষেফ ইহুদীগণের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত না থাকিলে ইহুদীগণ কখনই গোর দেওয়ার কাজ নির্ব্বিঘ্নে সমপন্ন হইতে দিত না।

ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

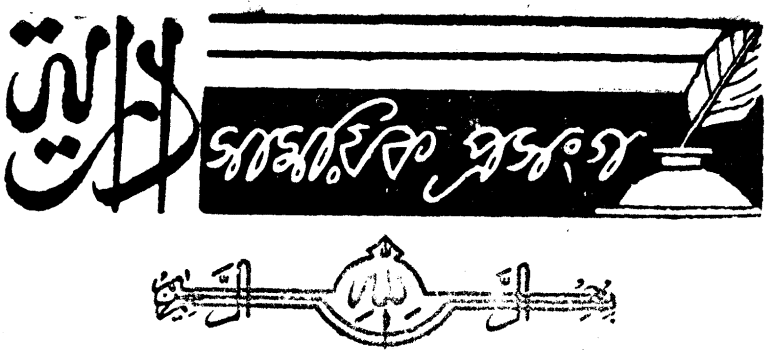

পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা

পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত দুই প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে চালু রহিয়াছে। একটি হইতেছে ইসলামী শিক্ষা বিবর্জিত সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং অপরটি হইতেছে ইসলামী শিক্ষা-কেন্দ্রীক শিক্ষা-ব্যবস্থা। প্রথম প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার কোনই গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই আর দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা মূল হিসাবে বিরাজ করিতেছে। সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার ভিতরে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলির চরম উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব বিদ্যালয় পর্যায়ে ঐ বিষয়-গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কলেজ পর্যায়ের কয়েক কুড়ি মাদ্‌রাসা এবং ঢাকা, সিলহেট গভর্ণমেণ্ট আলীয়া মাদ্‌রাসাদ্বয়ে সরকারের অনুমোদিত যে ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে সেই ইসলামী শিক্ষাকে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত করিবার জন্যও একটি ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যে জাতীয় কর্তব্য তাহা সরকার পক্ষ বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। বৎসরাধিক কাল পূর্বে পাকিস্তান প্রেসিডেণ্ট পূর্ব পাকিস্তানে একটি ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা ও সঙ্গতি স্বীকার করেন এবং প্রাদেশিক শিক্ষা-মন্ত্রী এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন, কিন্তু কার্যতঃ ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা খাতে কোন অর্থ মন্‌যুর করান হয় নাই। মাদ্‌রাসা ছাত্রদের দাবী স্বীকার করিয়া লইবার পরে Gentleman's word পালিত হইতে না দেখিয়া কয়েক সহস্র মাদ্‌রাসা ছাত্রের একটি মিছিল আদর্শ শান্তি সহকারে ঢাকার রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের দাবী সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। অনন্তর, সরকার পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাহারা নেহায়েৎ শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত ফিরিয়া আসে। পরে, সরকার পক্ষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিজেরা কোন ফয়সালা না করিয়া ব্যাপারটি বিবেচনার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত করেন।

যাক্ সে কথা। সরকার যাহা সঙ্গত বুঝিয়াছেন তাহা করিয়াছেন। অতীত লইয়া ঝগড়া করা আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ আমাদের নীতি হইতেছে এই—অতীতে কোন ভুল হইয়া থাকিলে যেইমাত্র সেই ভুল বুঝিতে পারিব তৎক্ষণাৎ তাহার সংশোধনে লাগিয়া যাইব। ইহাই ইসলামের শিক্ষা আমাদের দ্বিতীয় নীতি এই যে, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতে থাকিব। শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া সরকারকে বিব্রত করা ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী। তাই সরকার বরাবর আমরা এই কয়েকটি কথা নিবেদন করিতেছি।

১। কমিশনটিকে সরকার প্রহসনে পরিণত করিবেন না। সরকার মেহেরবাণী করিয়া কমিশনকে নির্দেশ দিবেন যেন কমিশন এপ্রিল মাসের মধ্যেই সরকার বরাবর রিপোর্ট দাখিল করেন।

২। কমিশন রিপোর্ট দাখিল করুন আর নাই করুন, সরকার স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা খাতে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করিয়া ১৯৬৪—৬৫ সনের বাজেট অধিবেশনে উহার মন্‌যুরী লইবার ব্যবস্থা করিবেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈদুল্-আয্হা

আল্লার উদ্দেশ্যে সর্বস্ব ত্যাগের উৎসব—ইব্রাহীম আঃ কর্তৃক নিজ একমাত্র পুত্রকে আল্লার নির্দেশমতে কুরবানী করার স্মৃতি-বিজড়িত ঈদ—ঈদুল-আয্হা সমাগত প্রায়। এই উপলক্ষে যে সকল মুসলিম ইসলামের কেন্দ্র-ভূমি মক্কা মু'আয্যামা গিয়া হজ্জ পালনে সক্ষম হইতেছেন তাঁহারা বাস্তবিকই ভাগ্যবান—সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা ন্যায্য কারণবশতঃ হজ্জ পালনে যাইতে পারেন নাই তাঁহাদের হতাশ হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা যদি আজ ঘরে বসিয়াই আল্লার উদ্দেশ্যে নিজ জান মাল কুরবান করিবার জন্য আল্লার সাথে আন্তরিকভাবে ওয়াদা করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারাও প্রকৃত ভাগ্যবান হইতে পারিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها

ولكن ينالـه التقوى منكم .

"কুরবানী জানোয়ারের গোশতও আল্লার নাগাল কিছুতেই পাইবে না এবং উহার রক্তও না—বরং তোমাদের 'তাক্ওয়া' তাঁহার নাগাল পাইয়া থাকে।"

নিজের সকল আকাংখা বাসনা কামনাকে বৃহত্তম ও মহত্তম স্বার্থের খাতিরে আল্লার হুকমের তাবেদার রাখিবার ব্রত এই ঈদে গ্রহণ করিতে হইবে। আর তার অভিব্যক্তি হইবে জানোয়ার কুরবানীর ভিতর দিয়া। যে ব্যক্তি কুরবানী করিতে পশ্চাৎপদ—বুঝিতে হইবে, আল্লার উদ্দেশ্যে তাহার সর্বস্ব ত্যাগের প্রস্তুতির দাবী ভিত্তিহীন ও অসার। রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

ما عمل ابن ادم من عمل يوم

النحر احب الى الله من اهراق الدم

আদম-সন্তান কুরবানী-দিবসে যাহা কিছু আমল করে তন্মধ্যে কুরবানী জানোয়ারের রক্তপাত অপেক্ষা আর কোন কাজই আল্লার নিকটে অধিকতর প্রিয় নয়।

www.ahlehadeethbd.org